CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-333 ■ 2 September, 2026 ■ আগরতলা ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১৫ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

দেশে ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি

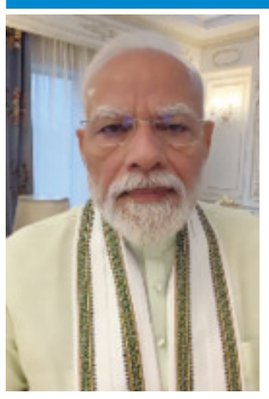

সম্মিলিত শক্তির প্রতিফলন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রকৃত জিডিপি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতে, এই প্রবৃদ্ধি দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে একটি রিল শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। তার ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। শক্তিশালী পরিসংখ্যান। আরও শক্তিশালী আত্মবিশ্বাস।"

দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদি বলেন, "আমি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাতে চাই। ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। দেশ আনন্দে ভরে উঠেছে। তবে দেশের মানুষের দৃঢ় সংকল্প ও প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাতে চাই। এটি আমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রতিফলন।"

বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান অনিশ্চয়তার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন দেশে সংঘাত, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নের কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে বলে জানান তিনি।

মোদি বলেন, "বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে। সর্বত্র যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির খবর আসছে। বিশ্ব নানা সংকটে ঘেরা। সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হয়েছে। ২০২০ সালের পর থেকে আমরা কোনও ধরনের স্থিতিশীলতা দেখতে পাইনি।"

তা সত্ত্বেও ভারত উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে দেশের মধ্যে হতাশা ছড়ানোর চেষ্টার বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি। তাঁর কথায়, "সর্বশেষ জিডিপি বৃদ্ধির পরিসংখ্যান চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া মিথ্যার প্রতিধ্বনি প্রকাশ্যে এনেছে।"

তিনি আরও বলেন, "সমস্ত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে দেশ ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আমাদের এই গতি বজায় রাখতে হবে এবং এগিয়ে যেতে হবে।"

'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার পাশাপাশি 'স্বদেশি' এবং 'ভোকাল ফর লোকাল' উদ্যোগকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় পণ্য ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে তিনি অপ্রয়োজনীয় সোনা কেনা এবং বিদেশে গিয়ে বিয়ের মতো খরচ কমানোর পরামর্শ দেন।

মোদি বলেন, "আপনি যদি কোনও বিদেশি দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে থামুন। বিদেশে গিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা থাকলেও তা বন্ধ করা উচিত। আমাদের 'মেড ইন ইন্ডিয়া'-র মন্ত্র অনুসরণ করা উচিত। প্রয়োজন না থাকলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রশাসনিক স্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা সরকারের প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। একাধিক আইএএস ও টিসিএস আধিকারিকের দায়িত্বে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সাধারণ প্রশাসন (পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং) দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই রদবদলের কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আইএএস নির্মল কুমারকে পরিচালক, নগর উন্নয়ন, আগরতলা পদে নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে পরিচালক, ওবিসি কল্যাণ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ত্রিপুরা ওবিসি ওয়েলফেয়ার কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আইএএস রমিতা সাহাকে খোয়াইয়ের মহকুমা শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি খোয়াই মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার-এর দায়িত্বও পালন করবেন।

অন্যদিকে, টিসিএস আশিস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক সভার মঞ্চে হুঙ্কার জিতেন্দ্রের

রাজ্যে গণতন্ত্রকে লুণ্ঠন করা হচ্ছে ভিসি ভোটে বাম-কংগ্রেস জোট হচ্ছেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমশ সংকুচিত করা হচ্ছে। একইসঙ্গে কৃষক, কৃষিশ্রমিক, যুবসমাজসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ ক্রমবর্ধমান সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সর্বভারতীয় কৃষক সভার তিনদিনের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, জনসভায় মানুষ যাতে অংশ নিতে না পারেন, তার জন্য বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও যানবাহন আটকে দেওয়া হয়েছে এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তবে এসব বাধা সত্ত্বেও জনসভায় যোগ দেওয়া কৃষক, জুমিয়া চাষি, কৃষিশ্রমিক, মহিলা এবং সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানান বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর 'অস্বাভাবিক পরিস্থিতির' মধ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এই সময়ে রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, ত্রিপুরায় গণতন্ত্রকে লুণ্ঠন করা হচ্ছে এবং সংবিধানকে অকার্যকর করে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সরকার ত্রিপুরাকে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচির 'ল্যাবরেটরি' হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

সম্প্রতি রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক-এর মৃত্যুর প্রসঙ্গও জনসভায় তোলেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকই যদি নিরাপদ না থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিজেদের নিরাপদ মনে করবেন? এই ঘটনায় আরও স্বচ্ছতা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্র নির্মাণে চালকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। জাতীয় ড্রাইভার দিবস উপলক্ষে মজদুর মনিটরিং সেল অনুমোদিত 'অল ড্রাইভার ও সহচালক অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মোটর শ্রমিকদের নিয়ে এক সাংগঠনিক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও সদস্যরা।

কনভেনশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, রাষ্ট্র নির্মাণ ও দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে চালকদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য পরিবহণ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে নিরাপদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেওয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি-মথার জোটের সমীকরণ নিশ্চিত করতে সন্তোষের নেতৃত্বে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপরা মথার সঙ্গে রাজনৈতিক জোট চূড়ান্ত করতে আজ রাজ্যে এলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ। দু'দিনের সফরে তাঁর সঙ্গে দলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয়ক সম্বিত পাত্রা এবং বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের রবীন্দ্র রাজু ও রাজদীপ রায়ও রাজ্যে এসেছেন। আগরতলার খাজুরবাগান সংলগ্ন স্টেট গেস্ট হাউসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে জোটের বিষয়ে দিল্লিতে একাধিক দফায় বৈঠক হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দু'দিনের ত্রিপুরা সফরকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জানিয়েছিলেন, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে মথার সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা এখনও চলছে। তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি তার জোটসঙ্গীদের সঙ্গে নিয়েই লড়াই করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে জোটের চূড়ান্ত রূপরেখা ও বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার পরই জানা যাবে।

অন্যদিকে, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন

বিজেপিকে পরাস্ত করতে সক্ষম এমন বিরোধী শক্তিকে সমর্থন করবে কংগ্রেস ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকার ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন ঘোষণাকে স্বাগত জানাল প্রদেশ কংগ্রেস। একইসঙ্গে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

মঙ্গলবার ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আশীষ কুমার সাহা বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করায় কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে। দীর্ঘদিন পর এডিসি এলাকার মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের সুযোগ পাচ্ছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তবে নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এবং বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় শাসক দলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। অতীতের এডিসি নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, সেই অভিজ্ঞতার কারণে ভোটারদের মধ্যে এখনও আশঙ্কা রয়েছে।

আশীষ সাহার দাবি, ভোটাররা যাতে কোনও ভয়ভীতি ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার দাবি জানান তিনি।

এডিসি এলাকার উন্নয়ন নিয়েও শাসকদল ও এডিসি প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। আশীষ সাহার অভিযোগ, বিজেপি সরকার, রাজ্য সরকার এবং এডিসি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পাহাড়বাসীর আশা-প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাঁজা পাচার মামলায় দুইজনের ১০ বছরের জেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। গাঁজা পাচার মামলায় দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল খোয়াই জেলা আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেক অভিযুক্তকে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ৯ জুলাই তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে মোট ৭৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয় বলে মামলার নথিতে উল্লেখ রয়েছে।

ঘটনার পর গাড়ির চালক পার্থ দেবনাথ এবং সহ-চালক বিজেশ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

মামলাটি খোয়াই জেলা আদালতের স্পেশাল জজ শর্মিষ্ঠা মুখার্জীর আদালতে বিচারাধীন ছিল। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ায় আদালতে মোট ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং মামলার নথিপত্র পর্যালোচনার পর আদালত পার্থ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসআইআর সদরে হেল্প ডেস্ক চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়া ২০২৬ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পশ্চিম জেলার সদর মহকুমার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (মহকুমা শাসক)-এর অফিসে একটি হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী ইআরও অফিসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এই হেল্প ডেস্কটি খোলা হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেপালে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০০৩ এখনও নিখোঁজ ৪০০০

কাঠমাণ্ডু, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস) ।। গত সপ্তাহের ভয়াবহ বন্যায় নেপালে মৃতের সংখ্যা ১,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জেলার নদীর তীরে বন্যার জলে ভেসে আসা মৃতদেহের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। মঙ্গলবার নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১,০০৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এনডিআরএমএ-র সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে দক্ষিণের চিতওয়ান জেলা থেকে৩২১টি। এরপরেই রয়েছে নওয়ালপরাসি ইস্ট, যেখানে ২১৬টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখনও ৩,৯১৬ জনের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজদের মধ্যে ৫৮৩ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন। নেপালি সেনা, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ও নেপাল পুলিশ-সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মীরও নিখোঁজ হওয়ার খবর রয়েছে।

বন্যার জেরে ভোতেকোশি ও ত্রিশূলী নদী উপত্যকার বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত ৬৩৯ জনেরও এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি বলে জানিয়েছে এনডিআরএমএ।

আক্রান্ত জেলাগুলিতে উদ্ধার, তল্লাশি ও ত্রাণকাজ অব্যাহত রয়েছে। দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ২৭৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তল্লাশি ও মৃতদের শনাক্তকরণের কাজ চলায় হতাহতদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এনডিআরএমএ জানিয়েছে, উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযানে মোট ২১,৩১৪

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্র আন্দোলকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত এফআইআর বাতিল, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত সিজেপি'র

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস) ।। দিল্লি, বিহার, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)। দলের দাবি, আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া যায় না।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাসের পর আগামী ৫ সেপ্টেম্বরের প্রস্তাবিত প্রতিবাদ মিছিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও জানিয়েছে সিজেপি। দলের প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্রদের

৫ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ মিছিল প্রত্যাহার

ভবিষ্যৎ সামনে পড়ে রয়েছে। এফআইআর ও পুলিশের পদক্ষেপের কারণে তাঁদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেওয়া সম্ভব নয়। সৌরভ দাসের দাবি, ২৫ জুলাই তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ছিল দেশের যুবসমাজের জন্য "বড় জয়"। ওই দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, তাঁদের মূল দাবি ছিল দুটি নীট প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে যেসব পরিবারের সন্তান আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং দেশজুড়ে আন্দোলনকারী যুবক-যুবতী ও ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর প্রত্যাহার করা। দাস জানান, এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে যুগলের পচন ধরা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। শহরের উত্তর বনমালীপুর ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকায় একই ঘর থেকে এক প্রেমিক যুগলের পচন ধরা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতদের নাম সুমন দেববর্মা (৪০) এবং প্রিয়া দেববর্মা (৩৯)। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুমন দেববর্মা ও প্রিয়া দেববর্মা গত প্রায় তিন বছর ধরে লিভ-ইন সম্পর্কে একই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়িতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি সুমন দেববর্মার বোনের নজরে আসে। এরপর ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরে তাকাতেই তাঁদের দেহ দেখতে পাওয়া যায় বলে সুমনের বোনের তরফে জানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃতদেহগুলির অবস্থা দেখে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, প্রায় দু'দিন আগে তাদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর সঠিক সময় এবং কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছে এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সুমন দেববর্মার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদ্বোধনের আগেই স্কুল ভবনে ফাটল, নির্মাণ কাজ নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ সেপ্টেম্বর ।। উদ্বোধনের আগেই নবনির্মিত স্কুল ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দেওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ত্রিপুরার বাগবাসা বিধানসভা এলাকার কালাছড়া পিএম-শ্রী বিদ্যালয়ে। ভবন নির্মাণের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও অনিয়মের অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের নবনির্মিত 'তিতল ভবন'-এর বিভিন্ন অংশে ইতিমধ্যেই ফাটল দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জেলাশাসক এবং আরডি দপ্তরে আরটিআই-এর মাধ্যমে তথ্য চাওয়া হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁরা সন্তোষজনক উত্তর পাননি বলে অভিযোগ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপ্রদীপ ভট্টাচার্য জানান, প্রায় ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবনটির নির্মাণকাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ শেষ হলেও এখনও পর্যন্ত ভবনটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়নি।

এদিকে, ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দেওয়ায় পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজে অনিয়ম এবং নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁদের দাবি, আরটিআই আবেদন জমা পড়ার পর ভবনের বিভিন্ন অংশে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। প্রধান শিক্ষক বিপ্রদীপ ভট্টাচার্যও নিম্নমানের কাজের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি। তবে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 02-09-2026, 00:35

জাগরণ আগরতলা,২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১৫ ভাদ্র, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাইবার হানা রুখিতে নয়া পদক্ষেপ

ভারতে ক্রমবর্ধমান সাইবার হানা এবং এআই-চালিত জালিয়াতি রুখিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইনি, কারিগরি ও প্রশাসনিক স্তরে বেশ কিছু যুগান্তকারী নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ২০২৫-২০২৬ সালের সরকারি নির্দেশিকা এবং বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে এই নতুন উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে। ২০২৫-২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সাইবার নিরাপত্তা প্রকল্পের জন্য ৭৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।সাইবার অপরাধের জটিল হুমকিগুলি দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটি বিশেষ সাইবার কমান্ডো বাহিনী তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে চলিয়াছে। নতুন আইটি নিয়মের আওতায় এআই দ্বারা তৈরি বিভ্রান্তিকর ও ভুয়ো তথ্য ৩ ঘন্টার মধ্যে ইন্টারনেট থেকে সরাইয়া দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আনা হইয়াছে।অপরাধ ঠেকাতে দেশজুড়িয়া সাইবার জালিয়াতির সাথে যুক্ত ৯.৪২ লক্ষেরও বেশি সিম কার্ড এবং ২.৬৩ লক্ষেরও বেশি আই এম ই আই নম্বর সম্পূর্ণ ব্লক করা হইয়াছে। সরকার একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেস তৈরি করিয়াছে। এর মাধ্যমে নাগরিকেরা যেকোনো সম্ভাব্য সাইবার অপরাধীর মোবাইল নম্বর, ইমেল বা ইউআরএল যাচাই করিয়া নিতে পারেন।অনলাইন আর্থিক প্রতারণার শিকার হইলে তাৎক্ষণিক অভিযোগ জানানোর জন্য ২৪/৭ কার্যকর টোল-ফ্রি হেল্পলাইন ১৯৩০ পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করা হইয়াছে।

সাইবার আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা প্রতিহত করিতে কৌশল মিলিয়াছে। সাইবার হানা বিশ্বজুড়িয়া সরকারি-বেসরকারি সংস্থার শীর্ষব্যক্তিদের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। কীভাবে তাহার মোকাবিলা করা যাইতে পারে তাহা নিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়া গিয়াছে।এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান 'হাতিয়ার' হইয়া উঠিয়াছে তিমি মাছের শিকার করিবার কৌশল। সেই কৌশল মানিয়াই আটকানো যাইবে সাইবার হানা। এমনই অভিনব পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), রাউরকেল্লার অধ্যাপক প্রভাতকুমার রায়। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা
হইবে ওয়েভ-লাইক ট্র্যাপ। সেই জাল ভেদ করা সাইবার হানাদারদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব বলিয়া দাবি উদ্ভাবক বিজ্ঞানী অধ্যাপক এবং তাঁহার সহযোগী দলের। তাঁহাদের মতে, ওয়েভ-লাইক ট্র্যাপ ভেদ করিতে না পারিলে সুরক্ষিত থাকিবে 'মাইক্রোগ্রিড'। তার পরিচালনগত কন্টোল হারাইবে না। অর্থাৎ, কোনওমতেই সেই নিয়ন্ত্রণ কব্জা করিতে পারিবে না সাইবার হানাদাররা। 'মাইক্রোগ্রিড' নিরাপদে থাকিলে আটকানো যাইবে এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিপর্যয়।সৌর, বায়ুশক্তির মতো পুনর্নবীকরণ সংক্রান্ত 'এনার্জি' অক্ষুণ্ণ রেখে পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখিতে 'মাইক্রোগ্রিড'-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রেও 'মাইক্রোগ্রিড' একইভাবে কাজ করিয়া চলে। এক্ষেত্রে পরিচালনগত ক্ষমতা যদি কোনওমতে সাইবার হানাদারদের কব্জায় চলিয়া যায়, তাহা হইলে বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে। এই প্রেক্ষিতে এনআইটির অধ্যাপকের এহেন উদ্ভাবন তাই নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক প্রভাতকুমার রায় ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান। তাঁর সহযোগী দলের অন্য সদস্যরা হলেন এনআইটি রাউরকেল্লার রিসার্চ স্কলার রমেশচন্দ্র খামারি, কেওনঝড় গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডঃ মনোজকুমার সেনাপতি এবং ইউনিভার্সিটি অব সাউথ-ইস্টার্ন নরওয়ের অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার পদ্মনাভন। অধ্যাপক রায় এবং তাঁর সহযোগী দলের সদস্যদের এই অভিনব উদ্ভাবন প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্স জার্নাল 'আই ট্রিপল ই ট্রানজাকশনস অন কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স'-এ।

সামগ্রিক উদ্ভাবনের বিষয়ে 'বর্তমান'কে অধ্যাপক প্রভাতকুমার রায় বলেন, 'তিমি মাছের শিকার পদ্ধতি অত্যন্ত অভিনব। মাছ শিকারের আগে জলের মধ্যে ক্রমাগত বুদবুদ তোলে নীল তিমি। ফলে একটি ট্র্যাপ তৈরি হয়। বিশেষ কারণে মাছের ঝাঁক ওই জালের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা ভেদ করা দুরূহ হয়। ফলে তিমি মাছের পক্ষে শিকার সহজসাধ্য হইয়া যায়। এই কৌশলকেই আমরা কাজে লাগাইয়াছি।' অধ্যাপক আরও বলেন, 'এক্ষেত্রেও একটি টিউনিং প্যারামিটার কাজে লাগানো হইবে। মাইক্রোগ্রিডে পরিচালনগত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে আনিতে সাইবার হানা হইলেও সেই 'ওয়েভ' আমাদের জালকে ভেদ করিতে পারিবে না। ফলে কন্টোল অন্যদের হাতে যাইবে না। আমরা সুরক্ষিত থাকিব।' প্রসঙ্গত, এর নাম দেওয়া হইয়াছে 'মডিফায়েড ইনপ্রুভড হোয়েল অপটিমাইজেশন' (এমআইডব্লুও)। বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, 'মাইক্রোগ্রিড'-এ সাইবার হানা দেওয়া তুলনায় সহজ। ফলে এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকিতে হয়। এই নতুন উদ্ভাবন যাবতীয় আশঙ্কা অনেকটাই কমাইয়ায়ে দিবে।

সংখ্যায় লেখা এই পৃথিবী

সাদমান ফাকিদ

ধরুন, আপনি ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন। ওপাশ থেকে সে—ও আপনাকে বলল, 'ভালোবাসি'। তার ভোকাল কর্ড যে বাতাসটা নাড়াল, তার এক কণাও কোনো দিন আপনার কাছে পৌঁছাবে না। যে নিশ্বাস কথাটাকে বয়ে এনেছিল, সেটা তার ঘরেই থেকে যাবে। তার গলার কম্পন কয়েক ফুট গিয়ে বাতাসেই মিলিয়ে যাবে। আপনার কাছে আসবে শুধু কিছু সংখ্যা।

একটা মাইক্রোফোন প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার বার ওই কম্পনের ঢেউয়ের উচ্চতা মাপবে আর প্রতিটি মাপকে একটা সংখ্যায় রূপ দেবে। সংখ্যাগুলো ভোল্টেজ আর আলোর স্পন্দন হয়ে একটা শহর, একটা মহাদেশ, একটা মহাসাগরের নিচ দিয়ে পার হয়ে যাবে। আপনার ফোনের প্রসেসর আর স্পিকার মিলে সেই সংখ্যাগুলোকে আবার পরিণত করবে ঢেউয়ে, সেই ঢেউ আপনার ঘরে আগে থেকেই থাকা বাতাসকে ধাক্কা দেবে। সেই বাতাস আপনার কানের পর্দা নাড়াবে। আপনি তার কণ্ঠ শুনবেন। সংখ্যা পরিণত হবে ভালোবাসায়।

১৯৪৮ সালে ক্লড শ্যানন নামের এক গণিতবিদ তথ্যকে কীভাবে মাপতে হয়, তার একটা তত্ত্ব দাঁড় করালেন। কাজটা করতে গিয়ে তিনি শুরুতেই এমন একটা জিনিস বাদ দিলেন, যেটাকে সবাই ভাবত তথ্যের সর্বস্ব। তিনি বললেন, বার্তাটার অর্থ কী, সেটা আপাতত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমস্যার জন্য অর্থ অপ্রাসঙ্গিক।

যে নিশ্বাস কথাটাকে বয়ে এনেছিল, সেটা তার ঘরেই থেকে যাবে। তার গলার কম্পন কয়েক ফুট গিয়ে বাতাসেই মিলিয়ে যাবে। আপনার কাছে আসবে শুধু কিছু সংখ্যা।

শ্যানন দেখলেন, যেকোনো বার্তাকে শেষ পর্যন্ত ০ আর ১-এর ধারাবাহিকতায় লেখা যায়। সব সংখ্যাকে লেখা যায় বাইনারিতে। বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরকে আমরা একেকটা সংখ্যা দিলে তাদের আলাদা করতে কয়েকটা ০ আর ১-এর ধারাই যথেষ্ট। কয়েকটা অক্ষর মিলে শব্দ। কয়েক হাজার শব্দ মিলে একটা বই। আপনার কণ্ঠকে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার বার মাপলে প্রতিটি মাপ একটা সংখ্যা হয়, আর প্রতিটি সংখ্যা আবার ছোট ছোট ০ আর ১-এ ভেঙে যায়। একটা ছবিও একই জিনিস, শুধু সেখানে লাখ লাখ ক্ষুদ্র রঙের মান লেখা থাকে।

যা কিছুকে সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়, সেটাকে কোনো না কোনোভাবে এই ভাষায় লেখা যায়। আর এই যা কিছুর ভেতরে আছে সবকিছু। একটা ০ বা ১ হলো এক বিট। শ্যাননের তথ্যের মাপ আসলে খুব সাধারণ একটা প্রশ্নের উত্তরআপনার বার্তাকে প্রকাশ করতে ঠিক কতগুলো বিট লাগবে? খেয়াল করুন, এই হিসাব করার জন্য তাকে কখনো জানতে হয়নি সংখ্যাটা কী বোঝাচ্ছে। ছয় মানে ছয় ডলার, ছয় বছর বয়স, নাকি ছয়টা ডেডবডি, তাতে হিসাব বদলায় না। এই ইনডিফারেন্সই ইনফরমেশন থিওরির শক্তি। যে তার প্রতি সেকেন্ডে নির্দিষ্টসংখ্যক ১ আর ০ বহন করতে পারে, সে পৃথিবীর যেকোনো তথ্য বহন করতে পারে।

সমুদ্রের নিচের ফাইবার অপটিক কেবল জানে না সে কারও ভালোবাসা বহন করছে। সে শুধু আলোর জ্বলা আর নেভা বহন করে। ভালোবাসাটা তবু পৌঁছে যায়।

আপনার মস্তিষ্কে কিন্তু শব্দ পৌঁছাল না; পৌঁছাল বৈদ্যুতিক স্পন্দনের একটা প্যাটার্ন। কোন স্নায়ু কখন ফায়ার করল, কতবার করল, কতটুকু বিরতিতে করলএই পুরো প্যাটার্নকেই সংখ্যায় লেখা যায়।

সব তথ্যই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আসলে সংখ্যা। তাই তো এর নাম 'ডিজিটাল'। কিন্তু আরেকটু গভীরে চিন্তা করলে আমাদের 'রিয়েল' ওয়ার্ল্ড কি আসলে খুব আলাদা?

ধরুন, সেই একই মানুষটা আপনার ঘরে বসে আছে। এক হাত দূরে। আবার আপনাকে সে বলল সেই একই শব্দ। তার গলার কম্পন বাতাসে একটা চাপের ঢেউ বানাল। ঢেউটা আপনার কানের পর্দায় পৌঁছাল, পর্দার নড়াচড়া তিনটা ছোট হাড় পেরিয়ে গেল ককলিয়ায় আর সেখানে হাজার হাজার চুলের মতো কোষ ওই নড়াচড়াকে বিদ্যুতের স্পন্দনে বদলে দিল। আপনার মস্তিষ্কে কিন্তু শব্দ পৌঁছাল না; পৌঁছাল বৈদ্যুতিক স্পন্দনের একটা প্যাটার্ন। কোন স্নায়ু কখন ফায়ার করল, কতবার করল, কতটুকু বিরতিতে করলএই পুরো প্যাটার্নকেই সংখ্যায় লেখা যায়। মস্তিষ্ক সেই সংখ্যার বিন্যাসকেই তার স্মৃতিতে থাকা সব সংখ্যার বিন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে চিনল কণ্ঠ, শব্দ, তারপর অর্থ হিসেবে।

চোখেও একই ব্যাপার। লাল রঙের স্ট্রবেরিটা আপনার চোখের ভেতরে ঢোকে না; ঢোকে তার গা থেকে প্রতিফলিত আলো। চোখের তিন ধরনের কোন সেল সেই আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তিনটা আলাদা মাত্রায় সাড়া দেয় আর তাদের সক্রিয়তার নির্দিষ্ট অনুপাতকে আপনার মস্তিষ্ক নাম দেয় 'লাল'। নাকও একই কাজ করে, শুধু আরও বেশি মাত্রায়। ঢেউটা আপনার কানের পর্দায় পৌঁছাল, পর্দার নড়াচড়া তিনটা ছোট হাড় পেরিয়ে গেল ককলিয়ায় আর সেখানে হাজার হাজার চুলের মতো কোষ ওই নড়াচড়াকে বিদ্যুতের স্পন্দনে বদলে দিল। চায়ের কাপ থেকে ভেসে আসা এলাচির অণুগুলো প্রায় ৪০০ ধরনের গন্ধ রিসেপ্টরের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন জ্বালায়; সেই সংখ্যার বিন্যাসকেই আপনি অনুভব করেন 'এলাচির গন্ধ' হিসেবে। কান আবার শব্দের ভেতর থেকেই অনুপাত বের করে। একই তারের দৈর্ঘ্য অর্ধেক হলে কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ হয়, আমরা শুনি এক অকটেভ ওপরে; পারফেক্ট ফিফথের কম্পাঙ্কের অনুপাত তিনের বিপরীতে দুই। যে সুরটা শুনে আপনার গলা ধরে আসে, তার কম্পাঙ্ক, তীব্রতা আর সময়ের হিসাব আপনার কান ও মস্তিষ্ক মিলে করে ফেলে আপনি তাকে সুন্দর বলারও আগে। যে মস্তিষ্কে আপনার চেতনা থাকে, সেই মস্তিষ্ক কখনো পৃথিবীটাকে সরাসরি ছুঁয়ে দেখেনি। চোখ, কান আর নাক পৃথিবীর বিভিন্ন দিক মেপে তার কাছে পাঠিয়েছে বৈদ্যুতিক স্পন্দনের বিন্যাস। সেই বিন্যাস থেকেই মস্তিষ্ক বানিয়েছে আপনার দেখা, শোনা, ঘ্রাণ পাওয়াআপনার পুরো সচেতন পৃথিবী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ এই পৃথিবীও একটা বিন্যাসঅসংখ্য মাপের একটা কম্বিনেশন। সুতরাং তাকেও সংখ্যায় লেখা সম্ভব। হয়তো তার জন্য লাগবে অকল্পনীয় সংখ্যক বিট, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে তা সম্ভব। তাই আপনার চেতনার পৃথিবীও বাইরের পৃথিবীর একটা সংখ্যায় লেখা প্রতিরূপপঠিক যেভাবে ফোনে আপনি যে 'ভালোবাসি' শুনলেন, সেটা আপনার ভালোবাসার মানুষটির মুখে উচ্চারিত 'ভালোবাসি'র সংখ্যায় লেখা প্রতিরূপ। যে মস্তিষ্কে আপনার চেতনা থাকে, সেই মস্তিষ্ক কখনো পৃথিবীটাকে সরাসরি ছুঁয়ে দেখেনি। চোখ, কান আর নাক পৃথিবীর বিভিন্ন দিক মেপে তার কাছে পাঠিয়েছে বৈদ্যুতিক স্পন্দনের বিন্যাস। এভাবে ভাবলে ভাষা আসলে কী? ভাষা হলো আমাদের মাথার ভেতরে তৈরি পৃথিবীর প্রতিরূপকে আরেকটা মাথায় পাঠানোর পদ্ধতি। আমি যদি বলি, 'বৃষ্টির মধ্যে একটা লাল ছাতা রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে আছে', ছাতাটা আপনার সামনে আসে না। বৃষ্টিও আসে না। আসে কয়েকটা শব্দ। কিন্তু সেই শব্দগুলো আপনার স্মৃতির সঙ্গে মিলে আপনার মাথার ভেতর একটা দৃশ্য বানিয়ে ফেলে।

শব্দ দিয়ে আমরা শুধু দেখা জিনিস লিখি না। আমরা সম্পর্ক লিখি, নিয়ম লিখি, কারণ আর ফলাফল লিখি। আগুনে হাত দিলে পুড়ে যায়। ছেড়ে দিলে পাথর নিচে পড়ে। রোগের জীবাণু একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে যেতে পারে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বল দিলে একটা বস্তু কত দ্রুত নড়বে, সেটাও আমরা ভাষা আর গাণিতিক চিহ্নে লিখে রাখি। বিজ্ঞান আসলে পৃথিবীকে ভাষায় এনকোড করার দীর্ঘ চেষ্টারই অংশ। সেই ভাষা কখনো সমীকরণ, কখনো রাসায়নিক সূত্র, কখনো গ্রাফ। নিউটনের সূত্র কয়েকটা অক্ষর আর চিহ্নের বিন্যাস, কিন্তু তার ভেতরে পড়ে যাওয়া আপেল থেকে শুরু করে চাঁদের কক্ষপথ পর্যন্ত একই সম্পর্ক লেখা আছে। একটা বৈজ্ঞানিক পেপার কাগজে ছাপিয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পাঠানো যায় আর সেখানে বসে আরেকজন মানুষ সেই চিহ্নগুলো পড়ে একই পরীক্ষাটা আবার ঘটাতে পারে। বিজ্ঞান আসলে পৃথিবীকে ভাষায় এনকোড করার দীর্ঘ চেষ্টারই অংশ। সেই ভাষা কখনো সমীকরণ, কখনো রাসায়নিক সূত্র, কখনো গ্রাফ।

পৃথিবীর একটা অংশকে আমরা পৃথিবীর আরেকটা অংশের মধ্যে লিখে রাখি। এ কারণেই ক্লড বা জিপিটির মতো ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের কাজ করার কথা শুনলে যতটা জাদুকরি মনে হয়, আসলে হয়তো ততটা না। আমরা তাকে বিপুল পরিমাণ ভাষা পড়িয়েছি। তবে মেশিনের কাছে সেই ভাষা কখনো শব্দ হিসেবে পৌঁছায়নি। প্রতিটি শব্দ প্রথমে ভেঙেছে ছোট ছোট টোকেনে, প্রতিটি টোকেন পেয়েছে একটা সংখ্যা, তারপর সেই সংখ্যা বদলে গেছে আরও বড় সংখ্যার বিন্যাসে। আর প্রসেসরের একদম নিচের স্তরে সেই সমস্ত সংখ্যাও শেষ পর্যন্ত ০ আর ১ সার্কিট অন কিংবা সার্কিট অফ। অর্থাৎ মানুষের লেখা পৃথিবীটা মেশিনের কাছে পৌঁছেছে বিট হয়ে। আর সেই ভাষার মধ্যে শুধু শব্দ ছিল না। ছিল মানুষের দেখা পৃথিবী, মানুষের করা বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভুল, আবিষ্কার, ঝগড়া, প্রেম, ভয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান। কোটি কোটি মানুষ যতবার পৃথিবী নিয়ে কিছু বলেছে, ততবার পৃথিবীর গঠনের সামান্য একটা ছাপ ভাষার মধ্যে রেখে গেছে। ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল সেই বিটগুলোর মধ্যে সরাসরি আমাদের পৃথিবীকে দেখে না। সে শেখে কোন সংখ্যার বিন্যাস কোন বিন্যাসের পাশে আসে, কোনটার পরে কোনটা আসার সম্ভাবনা, একটা সম্পর্ক বদলালে আরেকটা কীভাবে বদলায়। কিন্তু ভাষা যেহেতু পৃথিবীর সম্পর্ককে বহন করে, শব্দের সম্পর্ক শিখতে শিখতে সে শব্দের আড়ালে থাকা পৃথিবীর সম্পর্কও কিছুটা শিখে ফেলে। প্রসেসরের একদম নিচের স্তরে সেই সমস্ত সংখ্যাও শেষ পর্যন্ত ০ আর ১সার্কিট অন কিংবা সার্কিট অফ। অর্থাৎ মানুষের লেখা পৃথিবীটা মেশিনের কাছে পৌঁছেছে বিট হয়ে। সমুদ্রের নিচের কেবল যেমন ০ আর ১ বহন করে আপনার কাছে ভালোবাসা পৌঁছে দিয়েছিল, ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলও সেই ০ আর ১-এর মধ্যেই মানুষের লেখা পৃথিবীর একটা প্রতিরূপ খুঁজে পায়।

'বরফ' শব্দটা 'ঠান্ডা'র পাশে আসে। 'আগুন' আসে 'তাপ', 'ধোঁয়া' আর 'পোড়া'র পাশে। 'ঋণ' আসে 'সুদ', 'কিস্তি' আর 'পরিশোধ'-এর কাছে। 'সংক্রমণ' আসে শরীর, জীবাণু, প্রতিরোধ আর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে। শব্দগুলো পৃথিবীর মধ্যে যেভাবে সম্পর্কিত, ভাষার মধ্যেও ধীরে ধীরে সেভাবেই সাজে।

তাই মডেলটা শুধু পরের শব্দ অনুমান করতে গিয়ে একসময় অঙ্ক করতে শেখে, কোড লিখতে শেখে, বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পায়। অন্তত আমাদের চেতনার মধ্যে পৃথিবীটা যতটুকু ভাষায় ধরা পড়েছে, তার কিছুটা তো তার পাওয়ারই কথা। পৃথিবীকে আমরা ভাষার মধ্যে লিখেছি। মেশিন সেই লেখা পড়ে পৃথিবীর একটা মডেল বানাতে শুরু করেছে। সমুদ্রের নিচের কেবল যেমন ০ আর ১ বহন করে আপনার কাছে ভালোবাসা পৌঁছে দিয়েছিল, ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলও সেই ০ আর ১-এর মধ্যেই মানুষের লেখা পৃথিবীর একটা প্রতিরূপ খুঁজে পায়। জীববিজ্ঞানেরও নিজের ভাষা আছে। একটা প্রোটিন প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিডের একটা সিকোয়েন্স। ২০ ধরনের অক্ষর দিয়ে লেখা একটা বাক্য। কিন্তু বাক্যটার অর্থ কোনো অভিধানে থাকে না। অক্ষরগুলো যে অ্যামিনো অ্যাসিডদের রিপ্রেজেন্ট করেতাদের চার্জ, আকার আর একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঠিক করে দেয় সিকোয়েন্সটা কীভাবে ভাঁজ হবে। সেই ভাঁজ থেকে তৈরি হয় একটা ত্রিমাত্রিক আকার আর সেই আকারই ঠিক করে প্রোটিনটা শরীরে কী কাজ করবে। কোনো প্রোটিন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাবে। কোনোটা কোষের বাইরে দাঁড়িয়ে সংকেত গ্রহণ করবে। কোনোটা ভাইরাসকে চিনবে। কোনোটা ভুলভাবে ভাঁজ হয়ে রোগ তৈরি করবে। অর্থাৎ প্রোটিনের কাজটাও তার অক্ষরের ধারার মধ্যে কোনোভাবে লেখা আছে। ষাটের দশকে ক্রিশ্চিয়ান আনফিনসেন পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন, একটা প্রোটিনকে খুলে ফেললেও উপযুক্ত পরিবেশে সে নিজে নিজেই আবার তার আসল আকারে ফিরে যায়আকারের তথ্যটুকু সিকোয়েন্সের ভেতরেই আছে। লেখাটা আমাদের হাতে বহু বছর ছিল। আমরা সিকোয়েন্স পড়তে পারতাম, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারতাম না, ব্যাকরণকে ধরতে পারতাম না। একটা প্রোটিনের অক্ষরগুলো জানা থাকলেও সে কী আকার নেবে, সেটা বের করা ছিল ভয়াবহ কঠিন। সাইরাস লেভিনথাল একটা হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, একটা মাঝারি প্রোটিনের সম্ভাব্য সব ভাঁজ এক এক করে পরখ করতে গেলে মহাবিশ্বের বয়সের চেয়েও বেশি সময় লেগে যাবে। অথচ আসল প্রোটিনটা কাজটা সারে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডে। কোনো প্রোটিন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাবে। কোনোটা কোষের বাইরে দাঁড়িয়ে সংকেত গ্রহণ করবে। কোনোটা ভাইরাসকে চিনবে। কোনোটা ভুলভাবে ভাঁজ হয়ে রোগ তৈরি করবে। তারপর আলফাফোল্ডের মতো একটা প্রোটিন মডেল সেই ভাষার ভেতরের সম্পর্ক পড়তে শুরু করল। সে প্রোটিনকে জীবন্ত কিছু হিসেবে জানে না। তার শরীর নেই। সে কোনো এনজাইমের কাজ চোখে দেখেনি। সে শুধু অসংখ্য সিকোয়েন্স, পরিচিত গঠন আর তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে সংখ্যায় সাজিয়েছে। ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড প্রথমে একেকটা সংখ্যা হয়েছে আর মেশিনের একদম নিচের স্তরে সেই সংখ্যাগুলোও শেষ পর্যন্ত ০ আর ১সার্কিট অন কিংবা সার্কিট অফ। তারপর সেই বিটের বিন্যাসে লুকিয়ে থাকা সম্পর্ক থেকে সে এমন সব প্রোটিনের আকার অনুমান করেছে, যেগুলো বের করতে মানুষের বছরের পর বছর লেগে যেত। জীববিজ্ঞানের একটা ভাষা ছিল। আমরা অক্ষরগুলো লিখে ফেলেছিলাম। মেশিন সেই অক্ষরকে বিটে বদলে ধীরে ধীরে ব্যাকরণটা ধরতে শুরু করল। ২০২৪ সালে রসায়নের নোবেল পুরস্কারের অর্ধেকটা গেল আলফাফোল্ডের দুই নির্মাতা ডেমিস হাসাবিস আর জন জাম্পারের হাতে বাকি অর্ধেক পেলেন প্রোটিন ডিজাইনের কাজের জন্য ডেভিড বেকার।

২০২৪ সালে রসায়নের নোবেল পুরস্কারের অর্ধেকটা গেল আলফাফোল্ডের দুই নির্মাতা ডেমিস হাসাবিস আর জন জাম্পারের হাতে বাকি অর্ধেক পেলেন প্রোটিন ডিজাইনের কাজের জন্য ডেভিড বেকার। হয়তো সামনে এটাই আরও বড় আকারে ঘটবে। আজকের মডেল ভাষা পড়ে। পরের মডেল ভাষার সঙ্গে ছবি, ভিডিও, শব্দ, শরীরের সংকেত, কোষের অবস্থা, রাসায়নিক বিক্রিয়া, মানুষের আচরণসবকিছুকে একই সঙ্গে পড়বে। পৃথিবীর প্রতিটি অংশকে আলাদা ডেটা হিসেবে না দেখে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন মাপ হিসেবে দেখবে। একটা ওয়ার্ল্ড মডেল শুধু পৃথিবীতে কী আছে তা জানবে না। একটা জিনিস বদলালে অন্যগুলো কীভাবে বদলায়, সেটাও শিখবে। একটা মিউটেশন দিলে প্রোটিন কীভাবে ভাঁজ হবে। প্রোটিনের আকার বদলালে কোষ কী করবে। কোষ বদলালে রোগের গতি কী হবে। একটা ওষুধ দিলে পুরো ব্যবস্থাটা কোন দিকে যাবে। বাস্তবে পরীক্ষা করার আগেই মডেল নিজের ভেতরে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎগুলো চালিয়ে দেখবে।

আমরাও তো তা—ই করি। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মাথার মধ্যে তার ফলাফল কল্পনা করি। কাউকে কিছু বলার আগে সে কী উত্তর দিতে পারে, সেটা চালিয়ে দেখি। রাস্তা পার হওয়ার আগে গাড়িটা কয়েক সেকেন্ড পরে কোথায় থাকবে, তার একটা ছোট মডেল বানাই।

আজকের মডেল ভাষা পড়ে। পরের মডেল ভাষার সঙ্গে ছবি, ভিডিও, শব্দ, শরীরের সংকেত, কোষের অবস্থা, রাসায়নিক বিক্রিয়া, মানুষের আচরণসবকিছুকে একই সঙ্গে পড়বে। চিন্তা মূলত বর্তমানের তথ্য দিয়ে ভবিষ্যতের একটা ক্ষুদ্র সিমুলেশন চালানো। ভবিষ্যতের মেশিন এই কাজটাই করবে, শুধু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মাপ নিয়ে, অনেক বেশি সম্ভাবনা একসঙ্গে চালিয়ে। বাস্তব পৃথিবীতে কিছু বানানোর আগে তার সংখ্যার পৃথিবীতে হাজারটা সংস্করণ বানাবে। সেখানে ওষুধ ব্যর্থ হবে, সেতু ভেঙে পড়বে, নতুন উপাদান তৈরি হবে, কোষ সুস্থ হবে, শহর বদলাবেতারপর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সংস্করণটা বাস্তবে আসবে। পৃথিবী প্রথমে আমাদের ইন্দ্রিয়ে এসে বৈদ্যুতিক স্পন্দনের বিন্যাস হয়েছে। তারপর সেই বিন্যাস থেকে ভাষা হয়েছে। ভাষা থেকে বই, সূত্র, জিনোম আর ডেটাবেজ হয়েছে। এখন সেই ডেটা থেকে মেশিন আবার পৃথিবীর প্রতিরূপ বানাচ্ছে। মহাবিশ্বের একটা অংশ ধীরে ধীরে বাকি মহাবিশ্বকে নিজের ভেতরে লিখে ফেলছে।

পৃথিবী প্রথমে আমাদের ইন্দ্রিয়ে এসে বৈদ্যুতিক স্পন্দনের বিন্যাস হয়েছে। তারপর সেই বিন্যাস থেকে ভাষা হয়েছে। ভাষা থেকে বই, সূত্র, জিনোম আর ডেটাবেজ হয়েছে।

আপনার মানুষটার নিশ্বাস কোনো দিন আপনার ঘরে ঢোকেনি। ঢুকেছিল কিছু সংখ্যা। আপনি ভালোবাসা শুনেছিলেন। পৃথিবীও কোনো দিন কোনো মেশিনের ভেতরে ঢুকবে না। ঢুকতে থাকবে তার সংখ্যাগুলো। সংখ্যা তৈরি করবে আরেক পৃথিবী। এখন পর্যন্ত আমরা সংখ্যায় লিখেছি যা ঘটে গেছে। এরপর হয়তো সংখ্যার ভেতরেই ঘটবে, যা এখনো ঘটেনি। বর্তমান পৃথিবী সিমুলেশন হোক বা না হোক, পরবর্তী পৃথিবী নিশ্চিত হবে একটা সিমুলেশন।

লেখক: পিএইচডি গবেষক, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট বাফেলো, যুক্তরাষ্ট্র

কাঞ্চনপুরে ৯,৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, গ্রেফতার ১

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম রাইফেলস। কাঞ্চনপুর পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর এলাকায় প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯,৫০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি পাচারের কাজে ব্যবহারের সন্দেহে একটি মোটরসাইকেলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অসম রাইফেলসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ৩১ আগস্ট এই যৌথ অভিযান চালানো হয়। কাঞ্চনপুরের সাধারণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

অভিযানে আটক ব্যক্তি, উদ্ধার হওয়া মাদক এবং বাজেয়াপ্ত মোটরসাইকেল পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য কাঞ্চনপুর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার রুখতে অসম রাইফেলসের চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ত্রিপুরায় ইয়াবা পাচারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

পঞ্চ সম্মেলনের মাধ্যমে দেশজুড়ে ভি বি-জি রাম জি আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

১,৩৩৮টি পঞ্চ সমাবেশে অংশ নিলেন ৫.২৬ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিনিধি, কর্মী ও আধিকারিক

নয়াদিল্লী, ৩১ অগাস্ট।। গ্রামীণ এলাকায় 'বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ): ভিবি-জি রাম জি' (বিকশিত ভারত-জি রাম জি) আইন, ২০২৫-এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীদের এই আইন সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত দেশব্যাপী জেলা স্তরের পঞ্চ সমাবেশ কর্মসূচি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে।

আইনের বিভিন্ন বিধান এবং পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীদের তাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পঞ্চ সমাবেশ আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছিল গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক।

এখন পর্যন্ত সারা দেশে মোট ১,৩৩৮টি পঞ্চ সমাবেশ সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে। এই সাফল্য ভিবি-জি রাম জি আইন-এর কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এবং দৃঢ় দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

এই পঞ্চ সমাবেশগুলির মাধ্যমে ৫.২৬ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিনিধি, কর্মী এবং আধিকারিক/ সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। অংশগ্রহণের এই ব্যাপকতা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং তৃণমূল স্তরের প্রশাসনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা সম্পর্কে স্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা ও উৎসাহের প্রতিফলন।

এখনও পর্যন্ত ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তাদের নির্ধারিত পঞ্চ সমাবেশ কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে। এগুলি হলঅন্ধ্র প্রদেশ, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পুদুচেরি। সময়মতো এবং কার্যকরভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পঞ্চ সমাবেশগুলির পরিধি আরও বাড়াতে বেশ কয়েকটি রাজ্য উদ্ভাবনী ও বহুস্তরীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলি শুধু জেলা স্তরেই নয়, অন্যান্য প্রশাসনিক স্তরেও সমাবেশের আয়োজন করেছে। এর ফলে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও কর্মীদের মধ্যে আরও বিস্তৃতভাবে এই উদ্যোগের বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে, তৃণমূল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়েছে।

ভিবি-জি রাম জি আইন, ২০২৫-এ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নজরদারি, স্বচ্ছতা এবং সামাজিক জবাবদিহিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর অর্পণ করা হয়েছে। আইনের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীদের অবহিত করার ক্ষেত্রে পঞ্চ সমাবেশগুলি একটি কার্যকর মঞ্চ হিসেবে উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্ল্যান, রুরাল রোজগার গ্যারান্টি কার্ড, সম্পদ সৃষ্টি, বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়, স্যোসাল অডিট এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।

সামগ্রিকভাবে, দেশজুড়ে পঞ্চ সমাবেশ কর্মসূচি উৎসাহব্যঞ্জক গতিতে এগিয়ে চলেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন অংশীজনের ব্যাপক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন, সুশাসন, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা এবং পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

1-09-26.pmd 1 02-09-2026, 00:42

জাতীয় ড্রাইভার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব

‘বল্লারি চলো’: আজ থেকে বিজেপির নতুন যুগের সূচনা কর্ণাটক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে: বিজয়েন্দ্র

রায়চুর (কর্ণাটক), ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কর্ণাটক সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপির লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং ১০ দিনের ‘বল্লারি চলো’ পদযাত্রা শেষ হওয়ার পরেও তা অব্যাহত থাকবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র। তাঁর দাবি, ‘‘আজ থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন যুগের সূচনা হবে।’’

প্রতিবাদ মিছিলের আগে গুরগুন্তার শ্রী অমরেশ্বর মন্দিরে প্রার্থনা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজয়েন্দ্র কর্ণাটক সরকারকে ‘‘দুর্নীতিগ্রস্ত, জনবিরোধী এবং দলিত-বিরোধী’’ বলে অভিযোগ করেন।

বিজেপির চাপের মুখে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। বিজয়েন্দ্র বলেন, ‘‘আমাদের আন্দোলনের চাপে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। সরকার এমন পরিস্থিতিতে পড়তে বাধ্য হয়েছে। আমরা পদযাত্রার ঘোষণা করার পর সরকার নতি স্বীকার করে এবং পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে।’’

উল্লেখ্য, আদিবাসী কল্যাণ বোর্ডে অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে তৎকালীন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যানমন্ত্রী বি নাগেন্দ্র পদত্যাগ করেন। বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করার পাশাপাশি বর্ষাকালীন বিধানসভা অধিবেশনও ব্যাহত করেছিল।

বিজয়েন্দ্র বলেন, ‘‘পদযাত্রা ১০ সেপ্টেম্বর শেষ হতে পারে, কিন্তু এই সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলতেই থাকবে।’’

আগামী দেড় থেকে দুই বছর ধরে বিজেপি রাজ্য সরকারের কথিত ব্যর্থতা ও দুর্নীতি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরবে বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা এই জনবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের আসল চেহারা প্রকাশ করব। এই সরকারকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করব। ততদিন পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবে।’’

ভবিষ্যতে রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার গঠন করাই দলের লক্ষ্য বলেও জানান কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি।

লিঙ্গসুগুর থেকে বল্লারি পর্যন্ত ১০ দিনের এই প্রতিবাদ পদযাত্রাকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন বিজয়েন্দ্র। তিনি জানান, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাধিক নেতা এতে অংশ নেবেন। উত্তর কর্ণাটকের বহু নেতা-কর্মী পদযাত্রায় যোগ দেবেন বলেও জানান তিনি।

বিজয়েন্দ্র বলেন, ‘‘আমাদের কর্মীরা অত্যন্ত উৎসাহী এবং সক্রিয়ভাবে পদযাত্রায় অংশ নেবেন। এটি একটি ঐতিহাসিক পদযাত্রা হতে চলেছে।’’

তাঁর বাবা তথা কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদিয়ুরাপ্পা এই পদযাত্রার উদ্বোধন করবেন বলে জানান তিনি।পদযাত্রায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ও সাংসদ বাসবরাজ বোম্মাই এবং জগদীশ শেট্টার, বিরোধী দলনেতা আর অশোক, বিধান পরিষদের বিরোধী দলনেতা চালাভাদি নারায়ণস্বামী, প্রাক্তন মন্ত্রী বি শ্রীলু ও শিবনগৌড়া নায়ক, স্থানীয় বিধায়ক মানাপ্পা ভাজ্জাল এবং দলের নেতা বাঙ্গারু হনুমন্ত-সহ একাধিক নেতার অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।অন্যদিকে, পদযাত্রাকে সফল করতে এলাকার বিধায়ক, দলীয় নেতা ও কর্মীরা বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানান বিজয়েন্দ্র।প্রতিবাদে কতজন মানুষ অংশ নিচ্ছেন, তার চেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপির আন্দোলন কতদিন ধরে এবং কতটা তীব্রভাবে চলছে, সেটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি।বিজয়েন্দ্র বলেন, ‘‘কতজন মানুষ অংশ নিচ্ছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হল আমাদের লড়াই কতদিন ধরে চলবে।’’

বিজেপির ‘বল্লারি চলো’ পদযাত্রা শুরু, কর্নাটক সরকারকে উৎখাতের হুঁশিয়ারি ইয়েদুরাপ্পার

রায়চুর, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কর্নাটকে বিজেপি মঙ্গলবার রায়চুর জেলার লিঙ্গসুগুর থেকে ১০ দিনের ‘বল্লারি চলো’ পদযাত্রা শুরু করেছে। দলের এই আন্দোলন চলবে যতদিন না রাজ্যের কথিত ‘‘কৃষক-বিরোধী, জনবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত’’ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো হচ্ছে এমনই দাবি করেছেন কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি.এস. ইয়েদুরাপ্পা।

পদযাত্রার সূচনা অনুষ্ঠানে ইয়েদুরাপ্পা বলেন, ছয় কোটি কন্নড়ভাষী মানুষের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এটি একটি ‘‘রণধ্বনি’’। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বি.ওয়াই. বিজয়েন্দ্রের নেতৃত্বে এই পদযাত্রার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দলের বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা হল বলেও তিনি জানান।

ইয়েদুরাপ্পার অভিযোগ, বর্তমান সরকার কৃষক, সাধারণ মানুষ, উন্নয়ন ও মহিলাদের স্বার্থবিরোধী এবং দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘ক্ষমতার দম্ভে থাকা এই সরকারকে সরানো না পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।’’ কৃষকদের সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পদযাত্রার উদ্বোধন করা হয়।

ইয়েদুরাপ্পা স্পষ্ট করে বলেন, এটি কোনও নির্বাচনী সভা নয়, বরং কথিত দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে সরানোর লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের সূচনা। মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমারের স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লি গিয়ে ‘‘রাহুল গান্ধীর পা ধরতে’’ হয়। ইয়েদুরাপ্পা প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনি কি সত্যিই মুখ্যমন্ত্রী? এতে কি মুখ্যমন্ত্রীর পদের মর্যাদা বজায় থাকে?’’

বিজেপির সহ-দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সুধাকর রেড্ডি অভিযোগ করেন, কর্নাটক সরকার দলিত, কৃষক, তফসিলি উপজাতি ও মহিলাদের বিরোধী এবং অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই বলেন, কর্নাটকের বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে একাধিক আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছে। তিনি দলের কর্মী-সমর্থকদের আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার বলেন, ডি.কে. শিবকুমারের নেতৃত্বাধীন সরকারকে সতর্ক করতেই বিজেপি এই পদযাত্রার আয়োজন করেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী বি. নাগেন্দ্রের পদত্যাগের পিছনে বিজেপির আন্দোলনের ভূমিকা রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। একইসঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় শিবকুমার, সিদ্ধারামাইয়া ও হাইকমান্ডএই তিনটি গোষ্ঠী রয়েছে বলে অভিযোগ করেন শেট্টার।

বিধান পরিষদের বিরোধী দলনেতা আর. অশোক অভিযোগ করেন, সিদ্ধারামাইয়া সরকার মানুষকে ‘‘লুট’’ করেছিল, আর শিবকুমারের সরকার কর বাড়িয়ে মানুষের পকেট কাটছে। তাঁর দাবি, রাজ্যের ১৭৫টি তালুক খরার কবলে পড়লেও সরকার মাত্র ১০১টি তালুককে খরাপ্রবণ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাকি তালুকগুলিকেও খরাপ্রবণ ঘোষণা করার দাবি জানান তিনি।

বিধান পরিষদের বিরোধী দলনেতা চালাভাদি নারায়ণস্বামী ১০ দিনের এই পদযাত্রাকে জনগণের আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেন। কেন্দ্রের দেওয়া অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগও তোলেন তিনি।

প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ কারজোল বলেন, কথিত অপশাসনের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়াই করছে। প্রাক্তন মন্ত্রী বি. শ্রীরামুলু অভিযোগ করেন, সরকার ‘‘প্রাসাদ থেকে’’ রাজ্য পরিচালনা করছে এবং সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করছে। তাঁর আরও অভিযোগ, দুর্নীতি বেড়েছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে এবং খরার কারণে কৃষকরা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী সি.টি. রবি বলেন, খরা ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে কৃষক ও সাধারণ মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। বি. নাগেন্দ্রের পদত্যাগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, ভাল্মীকি কর্পোরেশনে কথিত দুর্নীতির যে অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে, তা এখনও সরকারি কোষাগারে ফেরত আসেনি।

প্রাক্তন মন্ত্রী জনার্দন রেড্ডি বলেন, লিঙ্গসুগুর থেকে বিজেপির পদযাত্রা শুরু হওয়া ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। তিনি নাভালি জলাধার নির্মাণের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের দাবি জানান এবং ২০২৮ সালে বিজেপি ফের কর্নাটকে ক্ষমতায় ফিরবে বলে দাবি করেন।

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পি. রাজীব অভিযোগ করেন, খরাপ্রবণ এলাকা ঘোষণার ক্ষেত্রে সরকার বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে এবং ত্রাণ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়নি। বিধায়ক মানাপ্পা বাজ্জাল জানান, লিঙ্গসুগুর থেকে বল্লারি পর্যন্ত এই পদযাত্রার মাধ্যমে সরকারের কথিত অনিয়ম, কেলেঙ্কারি ও ব্যর্থতার বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে।

ভিসার শর্ত লঙ্ঘন, দিল্লিতে দুই বাংলাদেশি নাগরিক আটক

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভিসার নির্ধারিত মেয়াদের বেশি সময় ভারতে থাকার অভিযোগে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার ‘অপারেশন ভিস্তা ১.০’ (ভিসা স্ট্যাটাস ভেরিফিকেশন)-এর অধীনে বিশেষ যাচাই অভিযানের সময় তাঁদের আটক করা হয়।

আটক দু’জন হলেন ২৫ বছরের জোমির হোসেন এবং ৩৯ বছরের মাকসুদা আক্তার। দু’জনই বাংলাদেশের নাগরিক।

পুলিশ জানিয়েছে, দু’জনই ডাবল-এন্ট্রি ভিসায় ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ওই ভিসায় প্রতিবার সর্বোচ্চ ১৫ দিন ভারতে থাকার অনুমতি ছিল। কিন্তু যাচাইয়ের সময় দেখা যায়, তাঁরা নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করে ভারতে অবস্থান করছেন এবং ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করেছেন।

বিশেষ যাচাই অভিযানের অংশ হিসেবে সেন্ট্রাল জেলার বিভিন্ন হোটেল ও গেস্ট হাউসে তল্লাশি চালায় স্পেশাল স্টাফের ফরেনার সেল। অভিযানের সময় নবী করিমের আরাকাশান রোডের একটি হোটেলে জোমির হোসেনকে পাওয়া যায়। তিনি গত ৯ জুলাই ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

এরপর পাহাড়গঞ্জের চাঁদনি ওয়ালান মেন বাজার এলাকার অন্য একটি হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে মাকসুদা আক্তারকে পাওয়া যায়। তিনি গত ২৭ জুলাই ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

পুলিশ দু’জনের পাসপোর্ট, ভিসা এবং অন্যান্য ভ্রমণ সংক্রান্ত নথি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভারতে তাঁদের অবস্থান এবং ভ্রমণ নথি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেওয়া হয়।

দিল্লি পুলিশের সেন্ট্রাল জেলার স্পেশাল স্টাফের ফরেনার সেলের একটি বিশেষ দল এই অভিযান চালায়। দলের নেতৃত্বে ছিলেন সেন্ট্রাল জেলার স্পেশাল স্টাফের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর সন্দীপ যাদব। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এসিপি/অপারেশনস পদম সিং রানা।

অভিযানে সাব-ইন্সপেক্টর ওমবীর সিং ত্যাগী ও সতীশ, হেড কনস্টেবল নরেন্দ্র, যোগেশ, বিকাশ ও মনীশ, কনস্টেবল লোকেশ এবং মহিলা কনস্টেবল কিরণ ছিলেন।

যাচাইয়ের পর দু’জনকেই পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসে (এফআরআরও) হাজির করা হয়। পরে এফআরআরও তাঁদের দিল্লির সরাই রোহিলার শাহজাদা বাগের সেবা ধাম ডিটেনশন সেন্টারে রাখার নির্দেশ দেয়।সেই নির্দেশ অনুযায়ী দু’জন বাংলাদেশি নাগরিককে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে।

সহিংসতা ও ভীতি বাড়তে থাকলে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ বাড়তে পারে: অধিকারকর্মী

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়, হুমকি ও নিরাপত্তাহীনতা ক্রমশ বাড়ছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার ঘাটতির কারণে পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে দেশের হিন্দুদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে পারেন বলে সতর্ক করেছেন আইনজীবী ও সংখ্যালঘু অধিকারকর্মী চৈতালী চক্রবর্তী।

বাংলাদেশি সংবাদপত্র ‘ব্লিটজ’-এর সম্পাদক সালাহউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী চক্রবর্তী বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে।

চক্রবর্তী জানান, নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও তা ক্রমশ বাড়ছে। তবে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হিন্দুরা বাড়তি চাপের মুখে রয়েছেন। সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে সরব ব্যক্তিরাও ভয়ভীতি ও হুমকির শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, ‘‘৫ আগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সত্যিই একটি অস্থিতিশীল পরিবেশের মধ্যে রয়েছি এবং আমাদের কোনও নিরাপত্তা নেই।’’

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও সংখ্যালঘুদের উপর হামলার অভিযোগের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কার্যকারিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগের মধ্যেই চক্রবর্তীর এই মন্তব্য সামনে এসেছে।

রংপুর শহরে একটি হিন্দু পরিবারের চার সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা এবং তদন্ত নিয়ে ওঠা প্রশ্নের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। চক্রবর্তী বলেন, প্রতিশোধ বা হামলার আশঙ্কায় স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুলিশকে জানাতে ভয় পাচ্ছেন।

গত ২০ আগস্ট ওই ঘটনা ঘটে। পরে ২২ আগস্ট রাতে পুলিশ পরিবারের চার সদস্যের দেহ উদ্ধার করে। মৃতদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রংপুর জিলা স্কুলের শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী (৬৫), তাঁর স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী (৫০), মেয়ে আগমী চক্রবর্তী প্রার্থী (২৩) এবং ছেলে প্রিয়ম চক্রবর্তী (১২)।

চক্রবর্তী বলেন, হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা একটি নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি রাখে। তাঁর মতে, ঘটনাটি যেভাবে সংঘটিত হয়েছে, তাতে পরিকল্পিত ও সংগঠিত হামলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং পেশাদার বা কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শে অনুপ্রাণিত অপরাধীদের সম্ভাব্য ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সংখ্যালঘু অধিকারকর্মী বলেন, দীর্ঘমেয়াদে এর সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে দেশের জনসংখ্যাগত ভারসাম্যে। তাঁর দাবি, লাগাতার হিংসা, ভয়ভীতি ও বৈষম্য বন্ধ না হলে বহু হিন্দু পরিবার নিজেদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হতে পারেন।

পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

‘ব্লিটজ’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু অধিকারকর্মীদের দীর্ঘদিনের উদ্বেগ হল, সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে সবসময় একসঙ্গে ব্যাপক দেশত্যাগ ঘটে না। বরং দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তাহীনতা, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, সামাজিক ভয়ভীতি, অর্থনৈতিক চাপ এবং আতঙ্ক ধীরে ধীরে সংখ্যালঘু পরিবারগুলিকে দেশত্যাগের দিকে ঠেলে দিতে পারে।হিন্দুদের উপর নিপীড়ন ও ভয়ভীতির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক আইনপ্রণেতা ও নীতিনির্ধারকদের কাছে আবেদন জানান চক্রবর্তী। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনপ্রণেতাদের বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চাপ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রামপুরহাটে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মৃত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইঝি বলে পরিচিত বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের রামপুরহাটে। মঙ্গলবার সকালে রামপুরহাট থানার কুসুম্বা গ্রামের বাড়ির দোতলা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মনে করছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুড়তুতো ভাই নিহার মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়কে বাড়ির দোতলায় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে। পরে তা ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঠিক কী কারণে বৃষ্টি এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর বাবা নিহার মুখোপাধ্যায় জানান, গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে তাঁর মেয়ে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছিল। ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যরা বাড়ির নিচের তলায় ছিলেন বলেও জানান তিনি।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের নাম এর আগে রাজ্যের সরকারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষক এবং গ্রুপ-সি পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের সূত্রে প্রকাশ্যে এসেছিল। অভিযোগ ছিল, অনিয়মের মাধ্যমে তিনি চাকরি পেয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সার্ভিস কমিশন যে চাকরি বাতিলের তালিকা প্রকাশ করেছিল, সেখানেও তাঁর নাম ছিল। তালিকায় ৬০৮ নম্বরে তাঁর নাম ছিল বলে জানা যায়। তবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার কয়েকদিন পর ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, গত কয়েক মাস ধরে বৃষ্টির সঙ্গে তাঁর স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদের মামলাও চলছিল। রামপুরহাট থানার অন্তর্গত আয়াস গ্রামে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ১২ বছরের একটি সন্তান রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। পারিবারিক পরিস্থিতির সঙ্গে মৃত্যুর কোনও যোগ রয়েছে কি না, পুলিশ তা-ও খতিয়ে দেখছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি রামপুরহাট-১ ব্লকের চাকাইপুর গ্রামে। তাঁর মামার বাড়ি কুসুম্বা গ্রামে, যা ওই এলাকার কাছেই। মমতার মামা অনিল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ছেলে নিহার মুখোপাধ্যায়ের পরিবার সেখানেই বসবাস করেন।

বৃষ্টির মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

‘আমাকে ও সরকারকে সমালোচনা করতে পারেন’: সংবাদমাধ্যমকে আশ্বস্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, জাতীয় নিরাপত্তায় সতর্কতার বার্তা

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): তীব্র ও বিষয়ভিত্তিক সমালোচনা হলেও তাঁর সরকার সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব নেবে না বলে মঙ্গলবার আশ্বস্ত করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের সময় সাংবাদিকদের সতর্ক থাকারও আবেদন জানান তিনি।

অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের জন্য নতুন পেনশন প্রকল্প ঘোষণা করতে রাজ্য সচিবালয় নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনারা রাজ্য সরকার এবং আমাকে সমালোচনা করতে পারেন। আমার বক্তব্যের সমালোচনা করতে পারেন। আমার দলেরও সমালোচনা করতে পারেন। আমি বিনয়ের সঙ্গে সেই সমালোচনা গ্রহণ করব। এর জন্য আমি কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হব না।’’

একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করেন অধিকারী। তিনি বলেন, ‘‘জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলিতে সংবাদমাধ্যমের সংবেদনশীল থাকা উচিত।’’

দেশের স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থকে সবার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, এমন কিছু করা উচিত নয় যা দেশকে দুর্বল করতে পারে বা অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে।

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে এমন মন্তব্য বা শব্দচয়নের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের সতর্ক থাকার আবেদন জানান তিনি। অধিকারী বলেন, দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তা নিশ্চিত করা সরকার ও সংবাদমাধ্যমউভয়েরই দায়িত্ব।

তিনি বলেন, ‘‘আমাদের দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। সরকার যেমন দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবে যাতে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না লাগে, সংবাদমাধ্যমেরও একইভাবে দায়িত্বশীল থাকা উচিত।’’

দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর সরকার কোনও সম্প্রদায়কে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেয়নি বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি চালু করা হয়েছে।

এর আগে এদিন পশ্চিমবঙ্গে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সপ্তাহ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধিকারী রাজ্যের ভোক্তা বিষয়ক দফতরকে পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে অবহেলা করার অভিযোগ তোলেন।

তিনি দাবি করেন, এই দফতরের সঙ্গে সরাসরি জনস্বার্থের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠা ব্যাপক দুর্নীতির কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতাউভয়েই প্রতারিত হচ্ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকার ভোক্তা বিষয়ক দফতরকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর।

আসন্ন শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে পুর নিগমের কনফারেন্স হলে মেয়র দীপক মজুমদারের পৌরোহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রোজ স্নানের পরেও দুর্গন্ধ ছাড়ে কেন

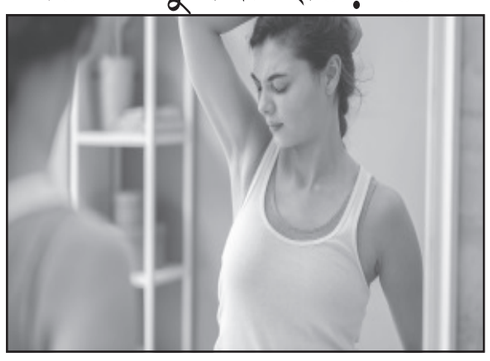

রোজ স্নান করেন। সাবান-শ্যাম্পু মেখেই স্নান করেন। কিন্তু তারপরেও গা থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে। তা হলে কোথায় ভুল হচ্ছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নানের সময়ে ৫ ভুল করলে দুর্গন্ধ ছাড়তে পারে। ব্যাকটেরিয়া দূর না হওয়ার জেরেই দুর্গন্ধ বাড়ে। তাই স্নানের সময়ে কোন ৫ ভুল এড়িয়ে চলবেন, রইল টিপস।

সঠিক সাবান ব্যবহার না করা

বেশিরভাগ সাবানেই ক্ষার থাকে। সেগুলো ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। ত্বকের যে প্রাকৃতিক তেলের স্তর থাকে তা নষ্ট করে দেয়। তাই ত্বক খসখসে ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। দুর্গন্ধ দূর করতে হলে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল সাবান বেছে নিন। এই ধরনের সাবান জীবাণু দূর করে এবং ত্বকের পিএইচ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখে।

জলের তাপমাত্রা

গরম জলে স্নান করলে আরাম লাগে। কিন্তু অত্যধিক গরম জল ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট করে দেয়। আর গরম জলে স্নান করার পরের ২০ মিনিট আরও ঘাম হয়। এতে জীবাণুগুলো সক্রিয় হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধ ছাড়ে। তাই ঘরের তাপমাত্রা থাকা জল বা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করুন।

লুফা ব্যবহার করা

লুফা হলো জীবাণুর আঁতুড়ঘর। লুফা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ভিজে থাকে এবং এতে সাবান ও মৃত কোষ আটকে থাকে। দিনের পর দিন লুফা দিয়ে সাবান মাখলে ত্বক কখনওই পরিষ্কার হবে না। এর চেয়ে সিলিকন স্ক্রাবার ব্যবহার করতে পারেন।

পা পরিষ্কার না করা

স্নানের সময়ে ভালো করে শ্যাম্পু করেন। কিন্তু একই যত্ন নেন কি পায়ের? অনেক সময়ে স্নানের সময়ে পা ও পায়ের পাতা ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না। অথচ পায়ের পাতা নিয়মিত স্ক্রাব করা উচিত। পায়ের পাতা থেকে যদি দুর্গন্ধ বেরোয়, তা হলে স্নানের সময়ে স্ক্রাবও করতে হবে।

তোয়ালে না কাচা

রোজ স্নান করেন। কিন্তু রোজ তোয়ালে কাচেন কি? ভিজে তোয়ালে জড়ো করে রাখলে স্বাভাবিক ভাবেই তাতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাবে। তাই গা মোছার পরে তোয়ালেও কেচে শুকনো করে নেওয়া দরকার। তোয়ালে পরিষ্কার থাকলে ত্বকের সমস্যাও কমবে। ১. নিয়মিত স্নান করেও শরীরে দুর্গন্ধ কেন হয়? ত্বকে ব্যাকটেরিয়া জমে থাকা, ভুল সাবান ব্যবহার, অপরিষ্কার তোয়ালে বা পা ঠিকমতো পরিষ্কার না করার কারণে দুর্গন্ধ হতে পারে।

২. খুব গরম জলে স্নান করলে কী সমস্যা হতে পারে? অতিরিক্ত গরম জল ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট করে ত্বক শুষ্ক ও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। ৩. লুফা কি ত্বকের জন্য ক্ষতিকর?

ভেজা লুফায় ব্যাকটেরিয়া, সাবান ও মৃত কোষ জমে থাকতে পারে। তাই নিয়মিত পরিষ্কার ও শুকনো রাখা জরুরি। ৪. স্নানের সময়ে পা পরিষ্কার করা কেন জরুরি?

পায়ে ঘাম ও জীবাণু জমে দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে। তাই স্নানের সময়ে পা ও পায়ের পাতা ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত। ৫. তোয়ালে কতটা পরিষ্কার রাখা জরুরি? ভেজা তোয়ালেতে জীবাণু বাড়তে পারে। তাই ব্যবহারের পর তোয়ালে ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া এবং নিয়মিত ধোয়া জরুরি।

গোটা আমন্ড নাকি তার দুধ কোনটায় পুষ্টির পরিমাণ বেশি?

আমন্ড পুষ্টিকর। প্রোটিন, হেলদি ফ্যাট, ভিটামিন ই-তে ভরপুর। এক সময়ে ভেজানো আমন্ড খাওয়ার কদর বেশি ছিল। ২০২৬-এ দাঁড়িয়ে বহু মানুষ বেছে নিচ্ছেন আমন্ড মিল্ক। কিন্তু কী ভাবে আমন্ড খাওয়া উচিত, তা কি জানেন?

কী ভাবে তৈরি হয় আমন্ড মিল্ক? আজকাল অনেকেই চা-কফিতে আমন্ড মিল্ক মেশাচ্ছেন। আর এই দুধ বাড়িতেই বানাচ্ছেন বেশিরভাগ মানুষ। এক কাপ আমন্ড জলে ভিজিয়ে রাখছেন সারারাত। পরদিন সকালে জল দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছেন ভেজানো। আর ওই মিশ্রণ ছেঁকে

নিলেই পাওয়া যাচ্ছে আমন্ড মিল্ক। গোটা বাদাম নাকি বাদামের দুধ? আমন্ড মিল্ক তৈরির প্রক্রিয়ায় আমন্ডের বেশিরভাগ ফাইবার বেশি যায়। কমে যায় প্রোটিন ও হেলদি ফ্যাটের পরিমাণও। পুষ্টিবিদদের মতে, আমন্ড মিল্ক খাওয়ার চেয়ে গোটা কাঠবাদাম খাওয়াই ভালো। এতে শরীরে আমন্ডের যাবতীয় পুষ্টি পাওয়া যায়। গোটা আমন্ড খাওয়াই উচিত কেন? এক মুঠো আমন্ডে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন, ১৪ গ্রাম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ৩.৫ গ্রাম ফাইবার এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই ও ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। অন্যদিকে, এক কাপ চিনি ছাড়া আমন্ড মিল্কে মাত্র ৩০-৪০ ক্যালোরি এবং ১ গ্রাম প্রোটিন থাকে। কোনও ফাইবার এতে থাকে না। ফ্যাট ও ভিটামিন ই থাকলেও তা যৎসামান্য, গোটা আমন্ডের তুলনায় খুবই কম। আমন্ড মিল্ক কি একেবারেই খাবেন না? যাঁরা ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্ট, তাঁদের আমন্ড মিল্ক না খেয়ে উপায় নেই। এই উদ্ভিজ্জ দুধে পেটের গণ্ডগোল হয় না। তা ছাড়া আমন্ড মিল্ক যে ক্ষতিকর সেটা নয়। গোটা আমন্ডের পাশাপাশি আমন্ড মিল্ক খাওয়া যায়। বাড়িতে তৈরি আমন্ড মিল্ক পুষ্টিকর। তবে ফর্টিফায়েড আমন্ড মিল্কও খারাপ নয়। বাজারচলতি আমন্ড মিল্ক কেনার কয়েকটি বিষয় যাচাই করে নেওয়া দরকার। তাতে কোনও রাসায়নিক বা চিনি মেশানো নেই, সেটা যাচাই করুন। ফর্টিফায়েড আমন্ড মিল্ক হলে তার উপাদানের তালিকা দেখে নেওয়া দরকার। ভিটামিন ডি, ক্যালশিয়ামের মতো উপাদান তাতে আছে কি না, দেখে নিন। উপাদানের তালিকা না দেখে প্যাকেটবন্দি আমন্ড মিল্ক কিনবেন না। ১. আমন্ড মিল্কের চেয়ে গোটা আমন্ড কি বেশি পুষ্টিকর? হ্যাঁ। গোটা আমন্ডে প্রোটিন, ফাইবার ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বেশি থাকে। ২. আমন্ড মিল্কে কি ফাইবার থাকে? সাধারণ আমন্ড মিল্কে ফাইবার খুব কম বা প্রায় থাকে না, কারণ তৈরির সময় বাদামের পাল্প ছেঁকে ফেলা হয়। ৩. ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্ট হলে আমন্ড মিল্ক খাওয়া যায়? হ্যাঁ। এটি উদ্ভিজ্জ দুধ এবং সাধারণত ল্যাক্টোজ থাকে না। ৪. আমন্ড মিল্ক কি স্বাস্থ্যকর? চিনি ছাড়া আমন্ড মিল্ক স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকার অংশ হতে পারে। তবে গোটা আমন্ডের পুষ্টির বিকল্প নয়। ৫. প্যাকেটের আমন্ড মিল্ক কেনার সময় কী দেখবেন? চিনি ও অপ্রয়োজনীয় উপাদান কম আছে কি না দেখুন। ফর্টিফায়েড হলে ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ঙ রয়েছে কি না যাচাই করুন।

কাঁকরোল পুষ্টিতে ভরপুর

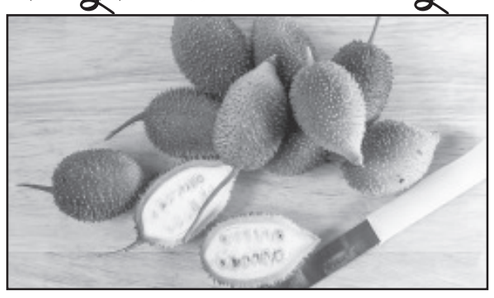

প্রতিবার ঋতু বদলের সময়ে সর্দি-কাশিতে ভোগেন? ভাইরাস-গঠিত রোগের সমাধান লুকিয়ে মরশুমি খাবারে। চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা সবসময়ে মরশুমি ফল-সব্জি খাওয়ার পরামর্শ দেন। আর সেই তালিকায় যদি তেতো থাকে, তা হলে আরও ভালো। তবে কাঁকরোল উচ্ছে-করলার মতো তেতো নয়। বরং, পুষ্টিতে ভরপুর। বর্ষায় এই সব্জি পাতে রাখলে কী কী উপকার পাবেন, জানেন?

এক নজরে কাঁকরোল ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করতে পারে। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে উপকারী। কম ক্যালোরি ও বেশি ফাইবার থাকায় ওজন ও হজমে সহায়ক।

পুষ্টিতে ঠাসা কাঁকরোল

ভিটামিন সি, আয়রন, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কাঁকরোল। এই ছোট্ট সব্জিতে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাসের মতো খনিজ পদার্থ রয়েছে। ইমিউনিটি বুস্টারের কাজ করে কাঁকরোল।

ডায়াবিটিসে উপকারী

কাঁকরোল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এই সব্জি অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি কাঁকরোলের হাইপোগ্লাইসেমিক যৌগ অগ্ন্যাশয়ের কোষকেও সুরক্ষিত রাখে। প্রি-ডায়াবিটিস বা ডায়াবিটিসে কাঁকরোল খেলে সুগারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

ত্বকের জন্য উপকারী

আয়ুর্বেদে ত্বকের সমস্যা কমাতে এই সব্জি ব্যবহার করা হয়। কাঁকরোলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষের ক্ষয় প্রতিরোধ করে এবং ত্বককে মসৃণ ও পরিষ্কার রাখে। তা ছাড়া এই সব্জিতে ভিটামিন সি, -ক্যারোটিন, লুটেইন, বিটা-ক্যারোটিন এবং জিজানথিনস রয়েছে, যা ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

কাঁকরোলে ক্যালোরি কম এবং ফাইবার বেশি। তাই এই সব্জি খেলে হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। তা ছাড়া কাঁকরোল খেলে পেট দীর্ঘক্ষণ ভর্তি থাকে এবং বিপাক হার উন্নত হয়। তাই কাঁকরোল খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।

হার্টের খেয়াল রাখে

কাঁকরোলে থাকা ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি হার্টে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। আর এর জেরে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে যায়। তাই কাঁকরোল খেলে হার্টের সমস্যাও এড়াতে পারবেন খুব সহজে। ১. কাঁকরোলে কী কী পুষ্টি রয়েছে? কাঁকরোলে ভিটামিন সি, ফাইবার, আয়রন, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম ও বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। ২. কাঁকরোল কি ডায়াবিটিসে উপকারী? কিছু গবেষণায় রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে এর সম্ভাব্য ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তবে ডায়াবিটিসের চিকিৎসার বিকল্প নয়। ৩. কাঁকরোল কি ওজন কমাতে সাহায্য করে? কম ক্যালোরি ও বেশি ফাইবার থাকায় এটি পেট ভরা রাখতে এবং স্বাস্থ্যকর ডায়েটে সহায়ক হতে পারে। ৪. কাঁকরোল কি ত্বকের জন্য ভালো? এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি ত্বকের সামগ্রিক স্বাস্থ্যে সহায়তা করতে পারে। ৫. বর্ষায় কাঁকরোল খাওয়া কেন উপকারী? মরশুমি সব্জি হিসেবে এটি খাদ্যতালিকায় পুষ্টির বৈচিত্র্য যোগ করতে পারে।

৬০০ বছরের প্রাচীন গাছমেলায় দেদার বিকোচ্ছে শৌখিন গাছ

এই মেলার স্টলে স্টলে খেলনা বা পুতুলের বদলে থরেথরে সাজানো থাকে শুধুই গাছ। সেই সমস্ত গাছ কেনার জন্য মেলায় ভিড় জমান দূরদুরান্তের মানুষ। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন পূর্বস্থলীর জাহান্নগরের গাছমেলায় ফি বছর এটাই চেনা ছবি। তবে এ বারে ছবিটা বেশ কিছুটা ভিন্ন। আম, জামের বদলে স্টলে স্টলে আধিক্য অর্কিড, লাকি বাম্বু, ক্যাকটাস, মাল্টার মতো বাহারি গাছের। সেই সব গাছই বিক্রি হচ্ছে বেশি। দোকানদাররা জানালেন, বাড়ি সংলগ্ন জমিতে গাছ লাগানোর মতো জায়গা কমে এসেছে অনেকটাই। ফলে ক্রেতাদের চাহিদাও বদলে গিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এমন শৌখিন বাহারি গাছ বেশি নিয়ে এসেছেন তাঁরা। বাড়ির বারান্দায়, ছাদে, জানলার কার্নিশে, এমনকী ঘরের মধ্যেও রাখা যায় এই সব গাছ।

প্রায় ৬০০ বছরের প্রাচীন এই মেলা। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন ব্রহ্মাণি পুজো উপলক্ষে এই মেলা বসে। মেলায় আম, জাম, কাঁঠালের পাশাপাশি মেলে নানা রকমের ফল ও ফুলের চারা। এলাকায় গাছ কম থাকার পাশাপাশি একসময়ে খরা ও বন্যায় অনেক গাছ মরে যায়। সবাই মেলায় গিয়ে গাছ কিনে বসানোর পরে সবুজে ভরে ওঠে গোটা এলাকা। সেই রেওয়াজ চলে আসছে আজও। মেলায় এলাকার নার্সারি ছাড়াও গাছের চারা বিক্রি করতে আসেন ভিন জেলার নার্সারির মালিকরাও। মেলার এক গাছবিক্রেতা সনাতন দেবনাথ বললেন, 'এই মেলায় এলাকার বাসিন্দারা ছাড়াও অন্য জায়গার মানুষজনও আসেন গাছ কিনতে। সাত দিন ধরে মেলা চলে।' তিনি আরও বললেন, 'গাছ বিক্রি করি, কিন্তু তবে গাছ লাগানোর জায়গাই তো কমে আসছে কংক্রিটের ভিড়ে। আম, জাম লাগানোর জন্য যে জায়গা প্রয়োজন, মানুষ তা পাচ্ছেন না। তাই মানুষ এখন ঘর, বারান্দা সাজানোর জন্য শৌখিন বাহারি গাছই চাইছেন।'

তাঁকে সমর্থন করে গাছবিক্রেতা শম্ভু কুণ্ডু, প্রসেনজিৎ সূত্রধররা বললেন, 'সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এমন গাছই বেশি এনেছি। ইচ্ছা থাকলেও অনেকে আম, জাম, কাঁঠালের মতো গাছ বসানোর জায়গা পাচ্ছেন না।' মেলা কমিটির সম্পাদক সুবল রাউত বললেন, 'মেলায় শুধু এই এলাকারই নয়, বাইরেরও বহু মানুষ আসেন গাছ কেনার জন্য। আমরা এলাকার নার্সারি মালিকদের পাশাপাশি ভিন জেলার নার্সারি মালিকদেরও উৎসাহিত করেছি গাছের চারা নিয়ে মেলায় আসার জন্য। আগের বছরগুলির মতো একই রকম গাছের চারা বিক্রি হচ্ছে এ বারেও।' পূর্বস্থলী উত্তরের বিজেপি বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই গাছমেলা পরিবেশ সচেতনতাও বাড়াচ্ছে। গাছ যে প্রাণ, ভারত তো সেই বার্তা অনেক আগেই বিশ্বকে দিয়েছে।'

ওজন কমাতে কি ডিটক্স ড্রিঙ্কস কি ভালো

পুজো আসতে আর মাসখানেক বাকি। জিমের সাবস্ক্রিপন নিয়ে ফেলেছেন। কড়া ডায়েটও শুরু করে দিয়েছেন। সাধারণ জলের বদলে সারাদিন ধরে ডিটক্স ওয়াটারে চুমুক দিচ্ছেন। কিন্তু আদৌ কোনও উপকার মিলছে কি? ওজন কমাতে কি ডিটক্স ড্রিঙ্কস খেতেই হবে?

পুষ্টিবিদ অনুশ্রী মিত্র বলেন, 'আমাদের সুস্থ থাকার জন্য আলাদা করে ডিটক্স ড্রিঙ্কের প্রয়োজন পড়ে না। লিভার-ই ডিটক্সিফিকেশনের কাজ করে।' অনুশ্রীর সংযোজন, 'অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পরে ডিটক্স ওয়াটার খেয়ে নিলে সব টক্সিন দূর হয়ে যাবে কিংবা টানা ডিটক্স ড্রিঙ্ক খেলে ওজন কমে যাবে এই ধারণা একেবারে ভুল।' সুতরাং, ডিটক্স ওয়াটার বা ড্রিঙ্কস না খেলে যে ওজন কমবে না, এমনটা নয়। ডিটক্স ড্রিঙ্কস কখন কাজ সুফল দেয়? ওজন কমানোর ক্ষেত্রে অনেক কিছু বিষয় নির্ভর করে। আপনার মেটাবলিজম কেমন, কোনও শারীরিক সমস্যা আছে কি না, কতটা স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল মেনে চলেন এই সব বিষয়ের নির্ভর করছে আপনার কত দ্রুত ওজন কমাতে পারবেন। অনুশ্রীর বক্তব্য, 'লিভার যদি ঠিকঠাক কাজ না করে, তা হলে কোনও ডিটক্স ড্রিঙ্ক-ই আপনাকে ভালো ফল দেবে না। যদি হেলদি লাইফস্টাইল মেনে চলেন এবং স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া করেন, তা হলে ডিটক্স ওয়াটারও ভালো কাজ দেবে।' কোন ধরনের ডিটক্স ড্রিঙ্কস সবচেয়ে বেশি কার্যকরী? স্মুদি, জুস অনেক কিছুই ডিটক্স ড্রিঙ্কসের তালিকায় থাকতে পারে। তবে পুষ্টিবিদের মতে ইনফিউজড ওয়াটার-ই সবচেয়ে ভালো ফল দেয়। অনুশ্রীর মতে, 'জলের মধ্যে কখনও ফল-সব্জি, কখনও হার্বস মিশিয়ে রেখে যে পানীয় তৈরি হয়, সেটাই ইনফিউজড ওয়াটার। সেটা যদি সারাদিন ধরে আস্তে আস্তে খাওয়া যায়, তা হলে নিশ্চয়ই ফল পাবেন।' আসলে ইনফিউজড ওয়াটারে ফল-সব্জির সমস্ত গুণ গুলো পাওয়া যায়। আর এই পানীয় শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে বলেও জানিয়েছেন পুষ্টিবিদ। তবে হেলদি লাইফস্টাইল মেনে না চললে কোনও স্বাস্থ্যকর পানীয়-ই কাজ দেবেন না। ১. ওজন কমাতে কি ডিটক্স ওয়াটার জরুরি? না, ওজন কমানোর জন্য ডিটক্স ওয়াটার বাধ্যতামূলক নয়। ২. শরীরের ডিটক্সিফিকেশনের কাজ কে করে?

শরীরের প্রাকৃতিক ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়ায় লিভারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ৩. ডিটক্স ড্রিঙ্কস খেলেই কি দ্রুত ওজন কমে?

না, শুধু ডিটক্স ড্রিঙ্কস খেলে ওজন কমার নিশ্চয়তা নেই। ৪. ইনফিউজড ওয়াটার কী?

জলের মধ্যে ফল, সব্জি বা বিভিন্ন হার্বস মিশিয়ে তৈরি পানীয়কে ইনফিউজড ওয়াটার বলা হয়। ৫. ডিটক্স ড্রিঙ্কসের সঙ্গে আর কী জরুরি? সুষম খাবার, নিয়মিত শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ।

মানবদেহের গ্লুকোজ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা শরীরের নিজস্ব ঘড়ির উপর নির্ভর করে

একই খাবার সন্ধ্যায় খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা যতটা বাড়ে, রাতে ঘুমোনোর ঠিক আগে খেলে তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়ে। কিন্তু কেন এমন হয়? কী বলছেন চিকিৎসকরা? রাতে রক্তে শর্করা বাড়ার প্রধান কারণ

সার্কাডিয়ান রিদম: মানবদেহের গ্লুকোজ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা শরীরের নিজস্ব ঘড়ির উপর নির্ভর করে। সকাল ও বিকেলে শরীরের কোষগুলো ইনসুলিনের প্রতি বেশি সংবেদনশীল থাকে। সন্ধ্যার পর থেকে এই সংবেদনশীলতা কমতে শুরু করে। শারীরিক সক্রিয়তা হ্রাস: রাতে খাওয়ার পর শরীর বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ফলে পেশিগুলো গ্লুকোজ কম ব্যবহার করে, যা রক্তের শর্করাকে দীর্ঘক্ষণ বাড়িয়ে রাখে। পুষ্টিবিদরা আবার বলছেন, খাবারের উপাদান অর্থাৎ আপনি যা যা খাচ্ছেন এবং সময় অর্থাৎ কখন খাচ্ছেন এই দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন, ফাইবার ও হেলদি ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার সুগার স্পাইক দ্রুত বাড়তে দেয় না। অন্যদিকে, কার্বোহাইড্রেট ও চিনিযুক্ত খাবার সেই কাজটিই চোখের নিমেষে করে ফেলে।

নিয়মিত দেরিতে খেলে কি ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ে?

হ্যাঁ, নিয়মিত রাতে দেরিতে খাওয়ার অভ্যাস ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, ওজন বৃদ্ধি এবং বিপাক প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। বিশেষ করে যে পরিবারে স্থূলতা বা ডায়াবিটিসের ইতিহাস রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এটি টাইপ-২ ডায়াবিটিস এবং প্রি-ডায়াবিটিস-এর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কাদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা উচিত? যাঁরা ডায়াবেটিক এবং প্রি-ডায়াবেটিক। ওবেসিটি (স্থূলতা), মেটাবলিক সিন্ড্রোম বা PCOS-এর রোগী। নাইট শিফটে কর্মরত কর্মী। সমস্যা এড়াতে কী করণীয়? নির্দিষ্ট সময়: ঘুমোনোর অন্তত ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে রাতের খাওয়া শেষ করুন। হালকা হাঁটা: ডিনারের পর ১০-২০ মিনিটের হালকা হাঁটাহাঁটি করতে পারেন। এই অভ্যাস রক্তের বাড়তি গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সুষম খাদ্য: রাতে কম শর্করা, পর্যাপ্ত ফাইবার ও প্রোটিন যুক্ত খাবার খান।

চাল ধোয়া জল ঢাললে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে

ভাতের ফ্যান হোক বা চাল ধোয়া জল উচ্ছিষ্ট হিসেবেই দেখা হয়। তবে চাল ধোয়া জল মোটেই ফেলনা নয়। এটার ঠাঁই হতে পারে আপনার বাগানে। গাছের পরিচর্যায় দুর্দান্ত ফল দেয় চাল ধোয়া জল ও ভাতের ফ্যান।

চাল ধোয়া জলে কিছু মিনারেল এবং ফ্যানে অল্প পরিমাণে স্টার্চ থাকে। এগুলো গাছকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সাধারণত সব ধরনের গাছের গোড়াতেই চাল ধোয়া জল দেওয়া যায়। কিন্তু সব ইন্ডোর প্লান্টের গোড়ায় কি ভাতের ফ্যান বা চাল ধোয়া জল ঢালতে পারবেন? কোন কোন ইন্ডোর প্লান্টে চাল ধোয়া জল দেওয়া যায়?

পিস লিলি— ঘরের মধ্যে ফুল গাছ হিসেবে অনেকেই পিস লিলি রাখেন। এর সবুজ পাতা ও সাদা ফুল ঘরের শোভা বাড়ায়। এই গাছের গোড়ায় চাল ধোয়া জল দিতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন টবে যেন জল জমে না থাকে। ২-৩ সপ্তাহ অন্তর চাল ধোয়া জল ঢাললেই গাছে নিয়মিত ফুল আসবে।

মানিপ্লান্ট--- কোনও রকম পরিচর্যা ছাড়াই বেড়ে ওঠে মানিপ্লান্ট। তাই অফিসের ডেস্ক থেকে ঘরের ড্রয়িং রুম, সর্বত্র এই গাছ দেখা যায়। যদি মাটিতে এই গাছ বসান তখন ভাতের ফ্যান দিতে পারেন। সপ্তাহে একদিন মানিপ্লান্টের গোড়ায় ভাতের ফ্যান দিলে গাছের পাতা সহজ হলুদ হবে না। মানিপ্লান্টের পাশাপাশি যে কোনও পোথোসের টবে চাল ধোয়া জল ঢালতে পারেন।

স্নেকপ্লান্ট— এই গাছ জল ছাড়াই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বরং, বেশি জলে গাছের গোড়া পচে যায়। তাই ১০-১৫ দিন ছাড়া একবার স্নেকপ্লান্ট চাল ধোয়া জল দিতে পারেন। এই জল স্নেকপ্লান্টের ক্ষেত্রে সারের কাজ করবে। আর মাটি একদম শুকনো হলে তারপরেই জল দেবেন।

চাল ধোয়া জল বা ভাতের ফ্যান ঢালার সময়ে কোন বিষয়ে খেয়াল রাখবেন? ভাতের ফ্যানে কোনও রকন নুন বা মশলা মেশানো থাকবে চলবে না। এতে গাছের ক্ষতি হতে পারে। পাতায় চাল ধোয়া জল স্প্রে করলে চলবে না। তাতে পাতায় স্টার্চজাতীয় পদার্থ জমে যেতে পারে। তাই জল সব সময়ে গাছের গোড়ায় দেবেন। ইন্ডোর প্লান্টে ১৪-১৫ দিন অন্তর একবার চাল ধোয়া জল দিন। তবে সব্জির গাছে ২ দিন অন্তরই চাল ধোয়া জল ঢালতে পারেন।

বর্ষায় জমজমাট 'ইলিশ পার্বণ'

বর্ষার আকাশে মেঘ, জানলার কাচে বৃষ্টির ফোঁটা আর পাতে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশ। আবেগকেই আরও জমিয়ে তুলতে কলকাতায় শুরু হয়েছে 'ইলিশ পার্বণ'। ভাপা, পাতুরি থেকে ভুনা ইলিশের নানা স্বাদে এবার বর্ষার রসনাতৃপ্তি হবে আরও জমজমাট। সরষে ইলিশ হোক কিংবা গরম ভাতের সঙ্গে কড়া ভাজা ইলিশ, সবই দারুণ।

বর্ষার মরসুমে বাঙালির রসনাকে জমিয়ে তুলতেই এই আয়োজন। 'দ্য ললিত গ্রেট ইস্টার্ন' কলকাতার আলফ্রেস্কো রেস্তরাঁয় ১ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে এই বিশেষ ইলিশ উৎসব। এখানে মিলবে ইলিশের নানা ধরনের পদ। চেনা বাঙালি রান্নার পাশাপাশি থাকছে কিছু অভিনব স্বাদের আয়োজনও। অর্থাৎ এক জায়গাতেই মিলবে ইলিশের একাধিক স্বাদ। এই বিশেষ মেনুতে রয়েছে দই-সরষে ইলিশ ভাপা ও গোবিন্দভোগ ভাত। সরষে, ঝোলানো দই, মশলা ও সরষের তেলের মিশেলে তৈরি এই পদ। রয়েছে কালোজিরের ফোড়ন দেওয়া ইলিশ-বেগুনের তেলঝালও। ঘরোয়া রান্নার স্বাদ মনে করিয়ে দেওয়ার মতো এই পদটি ইলিশপ্রেমীদের পছন্দ হতে পারে।

বর্ষার সঙ্গে খিচুড়ির সম্পর্কও বেশ গভীর। তাই মুগ ডালের খিচুড়ির সঙ্গে থাকছে কড়া ভাজা ইলিশ। রয়েছে শিলে বাটা সরষের মশলায় বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করা ইলিশ। ইলিশপ্রেমী বাঙালির কাছে তাই এই আয়োজন নিঃসন্দেহে হয়ে উঠতে পারে অন্যতম আকর্ষণ।

ক্যান্সার আক্রান্ত শয্যাশায়ী কৃষকের ধানিজমি বিনা পারিশ্রমিকে পরিষ্কার করলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ সেপ্টেম্বর: বিপদের দিনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন জম্পুইজলার চিকনছড়া গ্রামের বাসিন্দারা। ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং বর্তমানে শয্যাশায়ী দরিদ্র কৃষক আবুল কালাম মিয়ার প্রায় দেড় কানি ধানিজমি বিনা পারিশ্রমিকে পরিষ্কার করে দিলেন গ্রামের ছাত্র, যুবক, কৃষক-সহ বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষ।

মঙ্গলবার সকালে আবুল কালাম মিয়ার ধানিজমিতে একত্রিত হন গ্রামের বাসিন্দারা। জমিতে অতিরিক্ত ঘাস ও আগাছা জন্মে যাওয়ায় তা পরিষ্কার করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে আবুল কালাম মিয়া নিজে জমিতে কাজ করতে পারছেন না। অন্যদিকে, আর্থিক সংকটের কারণে শ্রমিক দিয়ে জমি পরিষ্কার করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আবুল কালাম মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এই কৃষকের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম একদিকে সংসারের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি জমির পরিচর্যারও চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু একার পক্ষে ধানিজমির অতিরিক্ত আগাছা পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছিল না।

পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসেন গ্রামের মানুষ। মঙ্গলবার সকালে ছাত্র-যুবক থেকে শুরু করে কৃষক-সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ কাস্তে ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে আবুল কালাম মিয়ার জমিতে পৌঁছে যান। এরপর সকলে মিলে দীর্ঘ সময় ধরে জমির ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করেন। সম্পূর্ণ কাজটিই তাঁরা করেন কোনও পারিশ্রমিক না নিয়ে।

গ্রামবাসীদের এই উদ্যোগে আবুল কালাম মিয়া ও তাঁর পরিবারের মুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে ওঠে। অসুস্থ অবস্থায় এই ধানিজমিই পরিবারের অন্যতম প্রধান ভরসা বলে জানা গেছে। সময়মতো জমির পরিচর্যা না হলে আগামী দিনের ফসল উৎপাদন নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারত।

চিকনছড়া গ্রামের বাসিন্দাদের এই উদ্যোগ শুধু একজন অসহায় কৃষকের জমি পরিষ্কার করে দেওয়ার ঘটনা নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বিপদের সময় জাতি, ধর্ম, পেশা কিংবা আর্থিক অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠে একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানোই যে প্রকৃত মানবিকতাগ্রামবাসীদের এই উদ্যোগ সেই বার্তাই তুলে ধরেছে।

বর্তমান সময়ে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ক্রমশ বাড়ছে, তখন চিকনছড়া গ্রামের মানুষের এই সম্মিলিত উদ্যোগ সমাজে মানবিকতা ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়বদ্ধতার এক ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।

একবার নয়, টানা দু'দিন মন্দিরে চুরি, প্রশ্নের মুখে পানিসাগরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: একবার নয়, টানা দু'দিন একই মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে। পানিসাগর বাজার সংলগ্ন শিব ও কালী বাড়ি মন্দিরে পরপর চুরির ঘটনায় মন্দির কমিটি ও স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগের পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জানা যায়, সোমবার ভোররাতে মন্দিরের জানালার গ্রিল ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি মন্দির ও বাজার কমিটির পক্ষ থেকে রাতেই পানিসাগর থানায় জানানো হয়। কিন্তু অভিযোগ জানানোর পরের দিন মঙ্গলবার ভোরে ফের একই মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ, দ্বিতীয়বার চোরেরা মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ নিয়ে যায়। পাশাপাশি মা কালীর স্বর্ণালংকারও চুরি হয়েছে বলে দাবি মন্দির কমিটির। চুরি যাওয়া সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে।

পরপর দু'দিন চুরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ মন্দির কমিটি ও স্থানীয়রা বাজার কমিটির সম্পাদক শেখর চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পানিসাগর থানায় গিয়ে ফের অভিযোগ জানান।অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পানিসাগর থানার পুলিশ। চুরির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।তবে থানায় প্রথম চুরির বিষয়টি জানানোর পরও একই মন্দিরে ফের চুরির ঘটনা ঘটায় মন্দির ও পানিসাগর বাজার এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দ্রুত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন মন্দির কমিটি ও স্থানীয়রা।

৩,৪০০ কৃষককে সরাসরি ২১০ কোটি টাকা, ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি ৬৬৯ মেট্রিক টন পেঁয়াজ

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দেশজুড়ে ৩৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি অব্যাহত রয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৬৯ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে ই-ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট (ই-ন্যাম) পোর্টাল এবং অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাইকারি পর্যায়ে ২২৩ মেট্রিক টন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খুচরো বাজারে ৪৪৬ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে।

ভোক্তাদের সাশ্রয়ী মূল্যে পেঁয়াজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন (এনসিসিএফ), ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন (নাফেড), কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার এবং মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে এই বিক্রয় অভিযান চালানো হচ্ছে।

ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাজার পরিস্থিতি ও দামের প্রবণতা বিবেচনা করে আরও প্রায় ১,০০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ সড়কপথে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভোগকেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে। এর লক্ষ্য হল বাজারে পেঁয়াজের জোগান বাড়ানো এবং মরশুমি মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমানো।

একইসঙ্গে প্রায় ৩,৪০০ কৃষককে সরাসরি ২১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা সময়মতো তাঁদের পাওনা অর্থ পেয়েছেন বলে জানিয়েছে সরকার।

মজুত পেঁয়াজের একটি পরিকল্পিত অংশ বাজারে ছাড়ার কাজও শুরু করেছে কেন্দ্র। রেলপথে 'কান্দা এক্সপ্রেস' এবং সড়ক পরিবহণএই দুই মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে দেশের বড় ভোগকেন্দ্রগুলিতে পেঁয়া পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য পর্যাপ্ত জোগান নিশ্চিত করা এবং মরশুমি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখা।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নাসিক থেকে দুটি 'কান্দা এক্সপ্রেস' চালানো হয়েছে। প্রথম ট্রেনে ৪৫০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ছিল। গত ২৭ আগস্ট রাতে সেটি দিল্লিতে পৌঁছয়। এর মধ্যে ১৪০ মেট্রিক টন বারাণসী, লখনউ, চণ্ডীগড় এবং অমৃতসরে পাঠানো হয়েছে। বাকি পেঁয়াজ দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে বিতরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ট্রেনে ৮৪০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ নিয়ে গত ৩১ আগস্ট চেন্নাই পৌঁছয়। তামিলনাড়ু সরকার কার্ডপিছু ১ কেজি পেঁয়াজ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গণবণ্টন ব্যবস্থা বা পিডিএসের মাধ্যমে এই পেঁয়াজ বিতরণের পরিকল্পনা করেছে।

দেশের ১৯টি শহরে খুচরো পর্যায়ে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ আরও বাড়ানো হয়েছে। সরবরাহ নিশ্চিত করতে ৩০টিরও বেশি ট্রাক পাঠানো হয়েছে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

সরকারের দাবি, মজুত পেঁয়াজ বাজারে ছাড়ার ফলে সরবরাহ বেড়েছে এবং দামও কমেছে। বিশেষ করে বারাণসী, অমৃতসর, দিল্লি এবং সংলগ্ন বাজারগুলিতে এর প্রভাব দেখা গিয়েছে। পেঁয়াজ সরবরাহ শুরু হওয়ার পরের দিন থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে দাম কমতে শুরু করেছে। আগামী দিনে সরবরাহ আরও বাড়লে দাম স্থিতিশীল রাখতে তা সহায়ক হবে বলে মনে করছে সরকার।

জম্মু-কাশ্মীরে ব্যবসার পথ আরও সহজ করতে কমপ্লায়েন্স সরল করার নির্দেশ ওমর আবদুল্লার

শ্রীনগর, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জম্মু-কাশ্মীরে ব্যবসার পরিবেশ আরও উন্নত করতে প্রশাসনিক জটিলতা কমানো, কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া সরল করা এবং কাজের ক্ষেত্রে দেরি কমানোর উপর জোর দিলেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। মঙ্গলবার তিনি জম্মু-কাশ্মীরে 'ইজ অব ডুইং বিজনেস' বা ব্যবসা করার সুবিধা বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতর 'এক্স'-এ জানিয়েছে, বৈঠকে ওমর আবদুল্লা ব্যবসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় থাকা বাধাগুলি চিহ্নিত করে দূর করার জন্য নির্দিষ্ট সংস্কারের উপর জোর দেন। একইসঙ্গে কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া সহজ করা এবং প্রশাসনিক বিলম্ব কমিয়ে বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির নির্দেশ দেন তিনি।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যবসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলিকে আরও সহজ ও কার্যকর করা হলে বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের জন্য জম্মু-কাশ্মীরে আরও অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে ইজ অব ডুইং বিজনেস বাড়াতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিজিটাল পরিষেবা সম্প্রসারণ, কমপ্লায়েন্সের সংখ্যা কমানো এবং জম্মু-কাশ্মীর সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ইজ অব ডুইং বিজনেস সংস্কারকে ত্বরান্বিত করেছে প্রশাসন। ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান-এর অধীনে জম্মু-কাশ্মীরকে শীর্ষস্থানীয় পারফর্মার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে একাধিক পূর্বশর্তযুক্ত অনাপত্তি শংসাপত্র বা এনওসি-র প্রয়োজনীয়তা তুলে দিয়ে বিভিন্ন অনুমোদনের সংখ্যা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীর সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে একাধিক দফতরের পোর্টালকে একত্রিত করে ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারি-বাণিজ্যিক পরিষেবা অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়িক অনুমোদন ও পরিষেবার পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

সংস্কারের আওতায় সেল্ফ-সার্টিফিকেশন, বারবার পরিদর্শনের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্রচলিত কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা বাতিলের মতো পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।অবশিষ্ট প্রশাসনিক বাধাগুলি চিহ্নিত করে কমপ্লায়েন্স আরও সরল করা এবং সরকারি কাজে বিলম্ব কমানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করছেন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, পর্যটন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট সংস্কারের পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিদর্শন রিপোর্ট তৈরি এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া ডিজিটাল করার প্রস্তাবও এগিয়ে নেওয়া হয়েছে।

NOTIFICATION

WHEREAS, In pursuance of the letter vide No.F.7(30)-SEC/VC/GEN-ELEC/2026/6208-210 dated, 31.08.2026 issued by the Secretary, State Election Commission, Tripura, Agartala regarding deposit of licensed firearms and ammunition in connection with GENERAL ELECTION TO VILLAGE COMMITTEE, 2026.

WHEREAS, I, Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate, West Tripura District am satisfied that it is necessary, to get all the licensed fire-arms and ammunitions within the jurisdiction of entire West Tripura District deposited into safe custody to prevent pre poll, poll and post poll violence during the process of ensuing GENERAL ELECTION TO VILLAGE COMMITTEE, 2026.

NOW THEREFORE, in exercise of power conferred upon me under the Arms Act, 1959, I Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate, West Tripura District hereby order that all category of licensed fire-arms and ammunitions of the concerned licensee under West Tripura District shall be deposited to the respective Police Station of the particular area except licensed guns of security guards deployed in the Banks under West Tripura District latest by 10th September, 2026 unless exempted by the undersigned in writing, failing which appropriate action will be taken as per provision of the Arms Act, 1959.

Any person having in his/her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be liable to be prosecuted and his/her arms and ammunition will be confiscated under relevant provision of the Arms Act. 1959. This order shall be applicable till the completion of election process of GENERAL ELECTION TO VILLAGE COMMITTEE, 2026.

(Dr. Vishal Kumar, IAS)
District Magistrate & Collector,
West Tripura District::Agartala.

ICA/D-911/26

PNIET No: 47/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 25/08/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Mtc. Of Govt. residential building during the year 2026- 27/SH: - Providing and fitting fixing of Aluminium framed windows in different type quarters at Malanchaniwas Govt. Quarter Complex, Agartala under the jurisdiction of Central-I Sub-Division, PWD (Building). The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 39/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 9,44,316.00, Earnest Money: 18,886.00 and Time for completion: 90 days
Last date & time for online Bidding: 02/09/2026 upto 3:00 PM

Sd/-
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-1820/26

P'NIET No.: 93/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Dated: 27/08/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturers / authorized sales and service dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Tripura for the following work:

DNIeT No:	58/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Estimated Cost:	Rs. 12,05,400.0
Time of Completion :	60(Sixty) days
Last date and time of submission of Bid :	Upto 15.0 Hrs 07/09/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

ICA/C-1817/26

COMPUTER SCIENCE TUITION

Learn industry-standard Web Development, JavaScript, Java, React, Android Development, and modern AI skills through real projects- guided by Sourav Sir (Software Engineer) with 10 years of Industry experience) - For both school and college students. Call-8787574638, Agartala.

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপ্রামথার সাংগঠনিক বৈঠক

তেলিয়ামুড়া, ১ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই নিজেদের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে মাঠে নেমেছে দলগুলি। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার তিনটি ব্লক এলাকায় সাংগঠনিক বৈঠক করল তিপ্রামথা।এদিন ১১ মহারানী কেন্দ্রের এমডিসি উৎপল দেববর্মার নেতৃত্বে মুঙ্গিয়াকামি, তেলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুর ব্লক এলাকার দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে পৃথকভাবে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার তিপ্রামথার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক অবস্থান, নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি নির্বাচনী ময়দানে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং নেতা-কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়।বৈঠক শেষে এমডিসি উৎপল দেববর্মা জানান, আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের পক্ষ থেকে কী ধরনের রণকৌশল গ্রহণ করা হবে, মূলত সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী দিনে তিপ্রামথার সাংগঠনিক কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

খোয়াই পুর পরিষদ এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ সেপ্টেম্বর: তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে গতকাল খোয়াই পুর পরিষদ এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে একটি যৌথ সচেতনতামূলক ও প্রয়োগমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়।তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে পরিচালিত এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সিওটিপিএ অ্যাক্ট-এর বিধান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার আশপাশের এলাকাকে তামাকমুক্ত রাখা এবং তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অভিযান কর্মসূচিটি খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, লালছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনাথ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, এইচ. এস. রায় চৌধুরী মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, দশরথ দেব মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ সহ সংলগ্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট পরিসর ও তার আশপাশে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার, বিক্রয় ও প্রচার সংক্রান্ত আইনগত বিধিনিষেধ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের সিওটিপিএ -এর সংশ্লিষ্ট বিধান মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি না করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পরিসরের মধ্যে বা সংলগ্ন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় না করা এবং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ক্ষেত্রে আইন মেনে চলার বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়। অভিযানটি সঞ্জয় চৌধুরী, ডেপুটি কালেক্টর, খোয়াই জেলা প্রশাসন এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অভিযানে হরিধন সরকার, সিডিপিও, ডাঃ তাপস সরকার, নোডাল অফিসার, ন্যাশনাল টোব্যাকো কন্টোল প্রোগ্রাম, খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার শুভদীপ লোধ এবং খোয়াই পুলিশ বিভাগের একজন সাব-ইন্সপেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বের ধাক্কা সামলেও ভারতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে রাজ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা: নির্মলা সীতারামন

অ্যাশভিল, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যে কমপ্লায়েন্সের বোঝা হ্রাস এবং শিল্পমহলের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার ফলে বিশ্বজুড়ে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

জি২০ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকে আইএএনএস-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী বলেন, ব্যবসা পরিচালনা সহজ করতে কেন্দ্রের উদ্যোগে একাধিক রাজ্য সরকারও এগিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, "আমি রাজ্যগুলিকেও কৃতিত্ব দেব। তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা করা আরও সহজ করার জন্য এগিয়ে এসেছে।"

নির্মলা সীতারামন জানান, নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের উপর থেকে কমপ্লায়েন্সের বোঝা কমাতে আইন সংস্কার, নিয়মকানুন সরলীকরণ এবং অপ্রচলিত আইন বাতিলের মতো একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "হাজারেরও বেশি আইন বাতিল করা হয়েছে এবং ৪০ হাজার নিয়মকানুন সরল করা হয়েছে।"

সরকার শিল্পমহল, ব্যবসায়ী এবং বাণিজ্যিক সংগঠনগুলির সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানো এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা শক্তিশালী করতে ভারত একাধিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করছে এবং বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তির দিকেও এগোচ্ছে বলে তিনি জানান।

ভারতের অর্থনৈতিক ভিত এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রতি আস্থার উদাহরণ হিসেবে বিদেশি মুদ্রায় আমানত ও প্রবাসী ভারতীয়দের বিনিয়োগের কথাও তুলে ধরেন সীতারামন। তিনি বলেন, সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে যে চঞ্চুপ্রবৃত্ত আমানত এসেছে, তা আস্থার ইতিবাচক ইঙ্গিত। বিদেশি আমানত আসার পাশাপাশি বিদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকরাও দেশে বিনিয়োগ করছেন বলে জানান তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলির উপর মানুষের যে আস্থা রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে একটি ইতিবাচক ছবি তুলে ধরছে। আমরা এই আস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে চাই।"

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের অর্থনীতি ৭.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবৃদ্ধিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করে সীতারামন বলেন, একাধিক আন্তর্জাতিক ও বহিরাগত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও ভারতীয় নাগরিকদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই এই সাফল্য এসেছে।

তিনি বলেন, "আমি এই পরিসংখ্যানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এটি ভারতীয় নাগরিকদের কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন। চরম বহিরাগত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও দেশের মানুষ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।"

প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র ৯.২ শতাংশ এবং আর্থিক ও পেশাদারি পরিষেবা ক্ষেত্র ১২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার প্রায় ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

সীতারামন আশা প্রকাশ করেন, প্রথম ত্রৈমাসিকের শক্তিশালী পারফরম্যান্স চলতি অর্থবর্ষের পরবর্তী সময়েও প্রবৃদ্ধিকে গতি দেবে। আগামী ত্রৈমাসিকগুলিতেও একই ধরনের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন।

জি২০ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে বর্তমানে অ্যাশভিলে রয়েছেন নির্মলা সীতারামন। বৈঠকের ফাঁকে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেছেন।

'সন্ত্রাসবাদ কারও কৌশলগত সম্পদ হতে পারে না': এসসিও সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

বিশকেক, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই 'কৌশলগত সম্পদ' হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না বলে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার কিরগিজস্তানের বিশকেকে ২৬তম সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সন্ত্রাসে অর্থায়ন, নিয়োগ, মৌলবাদে উসকানি এবং সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়পুরো ব্যবস্থাটিই ধ্বংস করার আহ্বান জানান।

এসসিও-র রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিষদের ২৬তম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসবাদ এখনও মানবতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। এই লড়াইয়ে শুধুমাত্র হামলার পর পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার মানসিকতা যথেষ্ট নয়। সন্ত্রাসে অর্থের জোগান, সন্ত্রাসী নিয়োগ, উগ্রপন্থায় প্ররোচনা এবং নিরাপদ আশ্রয়ের গোটা পরিকাঠামো ভেঙে ফেলতে হবে।

তিনি বলেন, "এই গুরুতর বিষয়ে দ্বৈত মানদণ্ডের কোনও জায়গা থাকতে পারে না।" যে দেশগুলি নিজেদের নীতির হাতিয়ার হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করে এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও সহায়তা দেয়, তাদের স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে যে সন্ত্রাসবাদ কারও কৌশলগত সম্পদ হতে পারে না।

ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে মোদি বলেন, সমস্ত যুদ্ধ ও সংঘাতের সমাধান যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে করতে হবে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত শুধু ওই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এর প্রভাব গোটা বিশ্বের জ্বালানি নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর পড়ছে। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির উপর বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

মাদক পাচারকেও তরুণ প্রজন্ম এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে তুলে ধরেন মোদি। নিরাপত্তা হুমকি, সংগঠিত অপরাধ, তথ্য নিরাপত্তা এবং মাদক পাচারের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এসসিও-র আওতায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন কেন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে তিনি এগুলিকে কার্যকর সমন্বয় এবং দ্রুত পদক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত বাজারগুলিকে সংযুক্ত করা, বাণিজ্য সহজ করা এবং উন্নয়নের নতুন পথ খুলে দেওয়ার সব উদ্যোগকে সমর্থন করে। তবে এই ধরনের যোগাযোগ প্রকল্পে সব দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান থাকা অত্যন্ত জরুরি। এটিই এসসিও সনদের মূল চেতনা বলেও জানান তিনি।

আগামী দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিধি আরও বাড়বে উল্লেখ করে মোদি বলেন, সড়ক, রেল ও বিমানপথের পাশাপাশি কাস্টমস প্রক্রিয়া সরল করা, ডিজিটাল নথিপত্রের ব্যবহার বাড়ানো এবং লজিস্টিক নেটওয়ার্ককে আরও কার্যকর করা প্রয়োজন।

এসসিও-কে ঘিরে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি মূল স্তম্ভনিরাপত্তা, যোগাযোগ এবং সুযোগবলেই উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, এসসিও-র সহযোগিতা শুধু সরকারকেন্দ্রিক নয়, জনকেন্দ্রিক হওয়া উচিত।

যুব সমাজের অংশগ্রহণ বাড়াতে ভারতের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মোদি। এর মধ্যে রয়েছে স্টার্ট-আপ ফোরাম, ইয়ং অথরস কনক্লেভ এবং ইয়ং সায়েন্টিস্টস ফোরাম। গত বছর ভারত এসসিও সিভিলাইজেশনাল ডায়ালগ ফোরামের প্রস্তাব দিয়েছিল বলেও জানান তিনি। চলতি বছর ভারতে ওই ফোরামের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

এসসিও-তে বর্তমানে ১০টি সদস্য দেশ রয়েছেবেলারুশ, ভারত, ইরান, কাজাখস্তান, চিন, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান। এছাড়া আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, মিশর, কম্বোডিয়া, কাতার, কুয়েত, লাওস, মালদ্বীপ, মায়ানমার, নেপাল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, তুরস্ক ও শ্রীলঙ্কা সংলাপের অংশীদার হিসেবে রয়েছে।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার একদিন পরই মৃত্যু রাজস্থানের প্রাক্তন কাউন্সিলর ঋখব চাঁদ রিলের

জয়পুর, ১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থান পুরসভা নির্বাচন ২০২৬-এ মনোনয়ন জমা দেওয়ার একদিন পর মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন কিশনগড় পুর পরিষদের প্রাক্তন কাউন্সিলর ঋখব চাঁদ রিল। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, সমর্থক এবং রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঋখব চাঁদ রিল এর আগে কিশনগড় পুর পরিষদের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। ২০২৬ সালের পুরসভা নির্বাচনে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। স্থানীয় রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ ছিলেন রিল।

কাউন্সিলর থাকাকালীন বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি এবং এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চলতি নির্বাচনে তিনি ফের প্রার্থী হন এবং খবর অনুযায়ী বিজেপির প্রার্থী হিসেবে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনী প্রচার ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করছিলেন রিল। কিন্তু তার পরদিনই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচার কার্যত থমকে গিয়েছে।

অধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে রিল তীব্র বুকে ব্যথার কথা জানান। এরপর আচমকাই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে পরীক্ষা করা চিকিৎসকেরা প্রাথমিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ সরকারি চিকিৎসা পরীক্ষার পরই নিশ্চিত হবে।

রিলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কিশনগড়ে শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, স্থানীয় ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী এবং তাঁর সমর্থকেরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

মঙ্গলবারই স্থানীয় শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরপরই প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমানে মনোনয়নপত্র যাচাই ও প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া চলছে। প্রার্থীর মৃত্যুর পর ওই ওয়ার্ডের নির্বাচন কীভাবে এগোবে, সে বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার এবং রাজস্থান রাজ্য নির্বাচন কমিশন প্রযোজ্য নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।

ঋখব চাঁদ রিলের আকস্মিক মৃত্যু কিশনগড়ের চলমান পুরসভা নির্বাচনে এক আবেগঘন ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে উদয়পুরে কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল ও সভা

উদয়পুর, ১ সেপ্টেম্বর: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার উদয়পুরে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিজেপি ও আরএসএসের বিরুদ্ধে সরব হন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেসের অভিযোগ, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানিতে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখার পর বিজেপি ও আরএসএসের পক্ষ থেকে ওই স্থানকে 'শুদ্ধিকরণ'-এর নামে গঙ্গার জল ছিটানো হয়। কংগ্রেসের দাবি, এই ঘটনায় বিজেপি ও আরএসএস 'নিম্নমানসিকতার' পরিচয় দিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সাংবাদিক সম্মেলন করে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তফসিলি জাতি ও উপজাতি আইনে মামলা করার দাবি জানান। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, এর পরিবর্তে উত্তরাখণ্ড সরকার রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছে।

এই মামলার প্রতিবাদে এবং তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিলন কর এবং ওবিসি ডিপার্টমেন্টের সহ-সভাপতি প্রল্লাদ ঘোষ-সহ জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

সভায় বক্তারা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। পাশাপাশি ঘটনাটির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে প্রতিবাদ আরও জোরদার করার কথাও জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব।

মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য, অতিরিক্ত দাম

● **আটের পাতার পর** সতর্কতা তৈরি হবে, তেমনই সাধারণ মানুষও নিরাপদ ও সঠিক মূল্যে খাদ্যপণ্য কেনার সুযোগ পাবেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের এই পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট যে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং ভোক্তাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় প্রশাসন কোনও ধরনের গাফিলতি করতে রাজি নয়। আগামী দিনেও বাজারে এ ধরনের নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের অভিমত। নিরাপদ খাদ্য, সঠিক মূল্য এবং ভোক্তার অধিকারএই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। কল্যাণপুর বাজারে পরিচালিত এদিনের অভিযান সেই লক্ষ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিজেপি-মথার জোটের

● **প্রথম পাতার পর** প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সোমবার ফেসবুক লাইভে বিজেপির সঙ্গে সম্ভাব্য জোট নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, তিপ্রাসা অ্যাকর্ডে আদিবাসীদের জন্য যে সাংবিধানিক অধিকার ও সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত না হলে আগামী নির্বাচনে কোনও দলের সঙ্গেই সমঝোতায় যাবে না তিপ্রা মথা। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং তিপ্রা মথার মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তির আওতায় তিপ্রাসা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি মথার অন্যতম প্রধান দাবি হয়ে রয়েছে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে জোটের সমীকরণ এখনও অনিশ্চিত থাকলেও কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের ত্রিপুরা সফর সেই আলোচনা নতুন করে গতি পেতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় দুই দিন পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি উদ্ধার, সাফল্য যাত্রাপুর থানার

সোনামুড়া, ১ সেপ্টেম্বর: প্রায় দুই দিনের তৎপরতার পর আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি গাড়ি উদ্ধার করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। ৩১ আগস্ট লালটিলা এলাকা থেকে গাড়িটি উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২৯ আগস্ট দুপুর আনুমানিক ২টা ১০ মিনিট নাগাদ বাঘাইয়াচর এলাকায় একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়িটির মালিক লালটিলা এলাকার বাসিন্দা লিটন মজুমদার। দুর্ঘটনার সময় গাড়িটির পাশ দিয়ে বাইকে করে সোনামুড়ার দিকে যাচ্ছিলেন কুসামারা এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ ভৌমিক ও মন্টু রঞ্জন সিংহা। তাঁদের ব্যবহৃত বাইকের নম্বর টিআর ০৭ - এফ -৫২০৪ বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর প্রায় দু'দিন ধরে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির গতিবিধি শনাক্ত করার চেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে ৩১ আগস্ট লালটিলা এলাকা থেকে গাড়িটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাড়িটির নম্বর টিআর ০৮ - এ- ১৬৬৯।

পুলিশের এই অভিযানে আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি তদন্তকারী আধিকারিকদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা গেছে। তদন্তে নেতৃত্ব দেন এসআই বিজয় চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে তদন্তে ছিলেন যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক, এএসআই তপন দেবনাথ-সহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এদিকে, দুর্ঘটনায় আহত প্রসেনজিৎ ভৌমিক ও মন্টু রঞ্জন সিংহা বর্তমানে আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং পুলিশের ধারাবাহিক তৎপরতায় দুর্ঘটনার পর গাড়িটি দ্রুত উদ্ধার হওয়ায় যাত্রাপুর থানার এই অভিযানকে পুলিশের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং গাড়ির চালকের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

জলের দাবিতে বালতি হাতে

● **আটের পাতার পর** নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা এলাকাবাসীর দাবি, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান করে স্বাভাবিক জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হোক।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন

এডিসি প্রশাসনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আশীষ সাহা বলেন, দুর্নীতির কারণে এডিসি এলাকার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। চাকরি, পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে যে প্রত্যাশা ছিল, তার ধারেকাছেও প্রশাসন পৌঁছাতে পারেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে কংগ্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে আশীষ সাহা জানান, দল সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়াই করবে এবং যতটা সম্ভব আসনে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করবে। যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী দিতে পারবে না, সেখানে বিজেপিকে পরাজিত করতে সক্ষম এমন বিরোধী প্রার্থী বা শক্তিকে সমর্থন করার বিষয়ে দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও ভোটারদের ভোটাধিকার রক্ষায় দলীয় নেতা-কর্মীদের আরও সক্রিয় করার উদ্যোগের কথাও জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন, চলতি মাসে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ভোটারদের ভোটাধিকার যাতে কোনওভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে কংগ্রেস কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ে রাজনৈতিক লড়াই যে ক্রমশ তীব্র হতে চলেছে, আশীষ সাহার বক্তব্যে তারই ইঙ্গিত মিলেছে। একইসঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

ছাত্র আন্দোলকারীদের বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর** প্রতিনিধিদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালিয়েছে সিজেপি। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই একাধিক রাজ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ছাত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর প্রত্যাহার এবং ভবিষ্যতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি।

তবে মঙ্গলবার পর্যন্ত দিল্লি পুলিশ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহার এবং নীট-এ মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কেন্দ্রের লিখিত আশ্বাস তাঁরা পাননি বলে জানান দাস।

তিনি আরও বলেন, নীট-সংক্রান্ত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সম্মানজনক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ৯০ দিনের মধ্যে দেওয়ার বিষয়টি সরকার সুপ্রিম কোর্টের সামনে জানিয়েছে। ওই অর্থ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে। আদালত এই আশ্বাস গ্রহণ করে নিজেদের নির্দেশে অন্তর্ভুক্ত করেছে, ফলে তা বিচারিক স্বীকৃতি পেয়েছে বলে দাবি করেন সিজেপি মুখপাত্র।

সৌরভ দাস বলেন, "সরকার আমাদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছে। তাই ৫ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়া গেট থেকে নতুন পুলিশ সদর দফতর পর্যন্ত নির্ধারিত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল প্রত্যাহার করছি।"

রাষ্ট্র নির্মাণে চালকদের

● **প্রথম পাতার পর** প্রতিটি ক্ষেত্রেই চালকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, "রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে উদ্যোক্তা, শ্রমিক, কৃষক, যুবক-সহ সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের সম্মিলিত ভূমিকা রয়েছে। সেই জায়গায় আমাদের ড্রাইভার ভাইদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রতিমা ভৌমিক আরও বলেন, বড় বড় নির্মাণকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়। একইভাবে কর্মক্ষেত্র, স্কুল, হাসপাতাল কিংবা অন্য কোনও গন্তব্যে মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও চালকরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হলেন ড্রাইভাররা। তাঁরা রয়েছেন বলেই আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারছি এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে। তাঁদের উপরই অনেকাংশে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

জাতীয় ড্রাইভার দিবসে প্রতিটি চালক ও তাঁদের পরিবারের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কামনা করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। পাশাপাশি চালকদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাঁদের পরিবারের সমস্যাগুলির প্রতি সমাজ ও প্রশাসনের আরও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। চালকদের পক্ষ থেকে রাস্তার বেহাল অবস্থা, অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও সহায়তার ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার বিষয়ও কনভেনশনে তুলে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, চালকরাও সমাজেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাঁদের সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, "আমরা অনেক সময় চালকদের ছোট করে দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁরা আছেন বলেই আমরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়ে তাঁরা আমাদের জীবনযাত্রাকে সচল রাখছেন।"

জাতীয় ড্রাইভার দিবসের এই কর্মসূচির মাধ্যমে চালক ও সহচালকদের বিভিন্ন সমস্যা, তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা এবং পেশাগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশাসনিক স্তরে রদবদল

● **প্রথম পাতার পর** বিশ্বাসকে কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসকের পদ থেকে বদলি করে আগরতলায় যুগ্ম পরিচালক, হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড সেরিকালচার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে শুভম ভাগবান, আইএএস-কে কাঞ্চনপুরের মহকুমা শাসক পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

শান্তিরবাজারের মহকুমা শাসক তরুণ কান্তি সরকার, টিসিএস-কে বদলি করে ধলাই জেলার জেলা শাসক ও কালেক্টরের কার্যালয়ে সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর, আমবাসা পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দীপিকা গৌতম, আইএএস-কে শান্তিরবাজারের মহকুমা শাসক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনিও শান্তিরবাজার মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সিইও-এর দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়া, এন. এস. চাকমা, টিসিএসকে কুমারঘাটের মহকুমা শাসকের পদ থেকে বদলি করে আগরতলায় যুগ্ম পরিচালক, জিএ পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে শুভম মীনা, আইএএস-কে কুমারঘাটের মহকুমা শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি কুমারঘাট মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সিইও-এর দায়িত্বও সামলাবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কুন্তল দাস, আইএএস-কে তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে থাকা পরিচালক, ওবিসি কল্যাণ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ত্রিপুরা ওবিসি ওয়েলফেয়ার কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে তামাল মজুমদার, আইএএস-কেও তাঁর সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপালের আদেশক্রমে ত্রিপুরা সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি এইচ. দেববর্মা এই প্রশাসনিক রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

নেপালে বন্যায় মৃতের

● **প্রথম পাতার পর** জন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নেপালি সেনার ৯,১৯৯ জন, নেপাল পুলিশের ৭,৯১২ জন এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ৪,২০৩ জন সদস্য রয়েছেন।

পরিচয়হীন মৃতদেহগুলি শনাক্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য ২১টি পৃথক স্থানে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ১১,৮৮৪ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দুর্গত এলাকায় আটকে থাকা মানুষদের কাছে পৌঁছতে হেলিকপ্টার-সহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।

এদিকে নেপালি সেনা জানিয়েছে, বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চলছে। চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, লাংটাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, আপার ত্রিশূলী-১ এবং ত্রিশূলী-৩এ-সহ একাধিক প্রকল্পে যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।

বন্যার পরপরই পরিচালিত উদ্ধার অভিযানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকাগুলি থেকে ২৭৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে নেপালি সেনা। তাঁদের মধ্যে রাসুওয়াগাড়ি থেকে ২ জন, আপার ত্রিশূলী-১ থেকে ৩৩ জন, আপার ত্রিশূলী-৩এ থেকে ২২১ জন, আপার ত্রিশূলী-৩বি থেকে ২ জন, মেইলুং থেকে ৯ জন, নুওয়াকোট সোলার পাওয়ার প্রকল্প থেকে ৪ জন, ত্রিশূলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৩ জন এবং দেবঘাট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৫ জনকে উদ্ধার করা হয়।

শহরে যুগলের পচন

● **প্রথম পাতার পর** বোনের দাবি, দীর্ঘদিনের সম্পর্কে দু'জনের মধ্যে মাঝেমধ্যেই অশান্তি ও ঝগড়া হতো। প্রিয়া দেববর্মার আগে বিয়ে হয়েছিল বলেও পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে। সেই কারণে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে আপত্তি ছিল এবং দু'জনকে আইনগতভাবে বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনরায় বিয়ে অথবা আলাদা থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে ওই বিষয়গুলির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

এদিকে, সুমন একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। তবে গত দুইমাস ধরে তিনি চাকুরীও হারিয়েছেন। ঘটনাটি আত্মহত্যা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছেতা নিয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

কৃষক সভার মঞ্চে হুঙ্কার

● **প্রথম পাতার পর** ও জবাবদিহির দাবি জানান তিনি।

কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের উল্লেখ করা পরিসংখ্যান তুলে ধরে জিতেন্দ্র চৌধুরী দাবি করেন, প্রায় ২২ হাজার নিয়মিত নিয়োগের পাশাপাশি আরও প্রায় ২৬ হাজার পদে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, "প্রশাসনে যদি ৪৮ হাজার নতুন কর্মী যুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে স্কুল, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সরকারি দফতরগুলি এখনও কেন কর্মীশূন্য?

আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ তোলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন মহল কমিশনের মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছে। আরডি এবং কৃষি-সহ বিভিন্ন দফতরের পরিস্থিতিকে তিনি 'মাফিয়া রাজ' ও 'কমিশন রাজ' বলে আখ্যা দেন।

রাজ্যের সড়ক যোগাযোগের বেহাল দশা নিয়েও সরব হন জিতেন্দ্র চৌধুরী। বিশেষ করে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া হয়ে ধর্মনগর এবং খোয়াই, কমলপুর ও কৈলাশহর হয়ে ধর্মনগরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাগুলির অবস্থা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

শেষে কৃষক, শ্রমিক, যুবসমাজ এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাংবিধানিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান রক্ষার আন্দোলন আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বিরোধী দলনেতা।

এদিকে, ত্রিপুরায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের নির্বাচনী কৌশল ও সম্ভাব্য জোটের অবস্থান স্পষ্ট করতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে সিপিআই(এম)-র রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও নির্বাচনী সমঝোতা হচ্ছে না। বরং সিপিআই(এমএল)-এর সঙ্গে জোট করেই নির্বাচনে লড়াই করবে দল।

সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জানান, তৃণমূল স্তরের এই নির্বাচনে বাম দলগুলির মধ্যে সমন্বয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকার মানুষের অধিকার, উন্নয়ন এবং দৈনন্দিন সমস্যাকে সামনে রেখেই বামফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারে নামবে। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যাকে নির্বাচনী লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান ইস্যু করা হবে বলেও তিনি জানান।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী স্পষ্টভাবে জানান, আসন সমঝোতা বা জোট নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কংগ্রেসের শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি নেই। ফলে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্টের নির্বাচনী সমীকরণে কংগ্রেসকে রাখা হচ্ছে না।

সিপিআই(এম)-এর এই অবস্থান থেকে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনে বাম দলগুলির ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করেই এগোতে চাইছে বামফ্রন্ট। একইসঙ্গে কংগ্রেস থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখে বিজেপি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের কৌশল নেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকার উন্নয়ন, আদিবাসী মানুষের অধিকার, কর্মসংস্থান, পরিষেবা এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রে থাকবে বলে বাম শিবিরের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিআই(এম)-এর এই ঘোষণা ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে ত্রিপুরার বিরোধী রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন দলের জোট, আসন সমঝোতা এবং সাংগঠনিক অবস্থান আরও স্পষ্ট হলে পাহাড়ি এলাকার নির্বাচনী লড়াই আরও জমে উঠতে পারে।

দেশে ৭.৮ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি

● **প্রথম পাতার পর** সোনা কেনাও উচিত নয়।" দেশীয় পণ্যের ওপর নির্ভরতা বাড়লে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য আরও শক্তিশালী হবে বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আমরা যদি স্বদেশি পণ্যের ওপর নির্ভর করি, তাহলে আমি নিশ্চিত যে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আমরা আমাদের যুবসমাজের হাতে 'বিকশিত ভারত' তুলে দিতে পারব।"

এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে ভারত বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধিশীল প্রধান অর্থনীতি হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে। তুলনায় মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৫.৯ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৫.২৯ শতাংশ এবং চিনের ৪.৩ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২.১ শতাংশ। ইউরোপের অধিকাংশ বৃহৎ অর্থনীতিতে এই হার প্রায় ১ শতাংশ বা তারও কম ছিল।

এদিকে, দেশের বিভিন্ন আয়স্তরে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ে দেশে যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি ৪.৫৮ লক্ষ ইউনিটে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই বিক্রি ৩৪.৩ শতাংশ বেশি এবং জুলাই মাসের হিসাবে এটি সর্বকালীন সর্বোচ্চ।

এদিকে, ভারতের সর্বশেষ জিডিপি বৃদ্ধির পরিসংখ্যান বিরোধীদের উদ্দেশে পরোক্ষ বার্তা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি অভিযোগ করেন, হতাশায় ডুবে থাকা কিছু মানুষ দেশজুড়ে 'ঝুঠ কি গুঞ্জ' বা 'মিথ্যার প্রতিধ্বনি' ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে একটি রিল শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। শক্তিশালী পরিসংখ্যান। আরও শক্তিশালী আত্মবিশ্বাস।" এক বার্তায় দেশের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদি বলেন, এই প্রবৃদ্ধি তাঁদের দৃঢ় সংকল্প, কঠোর পরিশ্রম এবং সম্মিলিত শক্তির প্রতিফলন।

তিনি বলেন, "দেশবাসীকে অনেক অভিনন্দন। ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। দেশ আনন্দে ভরে উঠেছে। তবে আমি দেশবাসীর ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য অভিনন্দন জানাই। এটি আমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রতিফলন।"

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "বিশ্ব যুদ্ধের কবলে। চারদিক থেকে যুদ্ধের খবর আসছে। বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত। ২০২০ সালের কোভিড পর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত কোথাও স্থিতিশীলতা দেখা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও ভারত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।"

এরপরই দেশে হতাশা ছড়ানোর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "অন্যদিকে ভারতের ভিতরেও হতাশার গভীরে ডুবে থাকা মানুষ 'ঝুঠ কি গুঞ্জ' ছড়িয়ে চারদিকে হতাশা তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে দেশ ৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আমাদের এই গতি বজায় রাখতে হবে, আরও বৃদ্ধি করতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রীর 'ঝুঠ কি গুঞ্জ' মন্তব্যটি এসেছে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর 'ছাত্র কি গুঞ্জ' প্রচারাভিযানকে ঘিরে রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক গোষ্ঠীর সমালোচনার আবহে।

বিজেপিও রাহুল গান্ধীর প্রচারাভিযানকে আক্রমণ করতে একই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছিল। দলের দাবি, কংগ্রেসের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত চারটি পৃথক অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধীর দেওয়া একাধিক বক্তব্য সঠিক নয়। বিজেপির দাবি ছিল, তাঁর ৪০টি বক্তব্যের মধ্যে অন্তত ২৯টি "মিথ্যা" এবং ১১টি "বিভ্রান্তিকর"।

এদিন প্রধানমন্ত্রী 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলা এবং 'স্বদেশি' ও 'ভোকাল ফর লোকাল' উদ্যোগকে আরও জোরদার করার ওপরও গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন, "আপনি যদি কোনও বিদেশি দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে থামুন। বিদেশে গিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা থাকলেও তা বন্ধ করা উচিত। আমাদের 'ভারতে বিবাহ' মন্ত্র অনুসরণ করা উচিত। প্রয়োজন না থাকলে সোনা কেনা থেকেও বিরত থাকা উচিত।"

মোদি বলেন, স্বদেশি ও আত্মনির্ভরতার ওপর যত বেশি জোর দেওয়া হবে, ততই ভারত শক্তিশালী হবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তির সময় দেশের যুবসমাজের হাতে একটি 'বিকশিত ভারত' তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

এদিকে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারত এখনও দ্রুততম গতিতে বৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতি হিসেবে অবস্থান করছে।

দেশের বিভিন্ন স্তরে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। জুলাই মাসের গাড়ি বিক্রির পরিসংখ্যানেও এর প্রতিফলন দেখা গেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ে দেশে যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি হয়েছে ৪.৫৮ লক্ষ ইউনিট, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪.৩ শতাংশ বেশি এবং জুলাই মাসের হিসাবে সর্বকালের সর্বোচ্চ।

সদরে হেল্প ডেস্ক চালু

● **প্রথম পাতার পর** এটি ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে প্রতিদিন সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকবে।

এই হেল্প ডেস্কের অফিসার ইনচার্জ হিসেবে থাকবেন সদর মহকুমার ডিসিএম বিকাশ চৌধুরী। এছাড়াও এই ডেস্কে থাকবেন নির্বাচন সেকশনের এলডিসি মন্দিরা দাস এবং ম্যারেজ সেকশনের এলডিসি সঙ্গীতা রাও। এস আই আর সংক্রান্ত নানা বিষয়ে ভোটার। সাধারণ মানুষদের সহায়তা করার জন্য এই হেল্প ডেস্কটি খোলা হয়েছে।

উদ্বোধনের আগেই

● **প্রথম পাতার পর** নির্মাণকাজে ঠিক কী ধরনের অনিয়ম হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি অবগত নন বলে জানান।

অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির সদস্য আবদুল কাদিরের অভিযোগ, আগের প্রধান শিক্ষকের সময় ভবন নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক বদলি হয়ে যাওয়ার পর সেই মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। এরপর নির্মাণকাজ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

আবদুল কাদির আরও জানান, ভবনটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর না হলেও চারটি কোণ-সহ বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। আরটিআই আবেদন জমা দেওয়ার পরই মেরামতির কাজ শুরু হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে বলে দাবি তাঁর। নির্মাণকাজে সত্যিই অনিয়ম বা নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হয়ে থাকলে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনার দাবি জানান তিনি।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, নির্মাণকাজে দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেনের ঘটনাও ঘটেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অর্থ দিয়ে নিম্নমানের কাজ করিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তবে এই অভিযোগের সমর্থনে কোনও স্বতন্ত্র প্রমাণ বা সরকারি নিশ্চিতকরণ এখনও সামনে আসেনি। নবনির্মিত ভবন উদ্বোধনের আগেই ফাটল দেখা দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, ভবনের নির্মাণকাজের গুণমান নিয়ে দ্রুত প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করা হোক এবং প্রয়োজন হলে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হোক।

পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এই ভবনে বহু ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করবে উল্লেখ করে ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দোষ প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন স্থানীয়রা।

গাঁজা পাচার মামলায়

● **প্রথম পাতার পর** দেবনাথ ও বিজেশ দেববর্মউভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করেন।

এরপর আদালত দুই অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দেন। আদালতের এই রায়কে গাঁজা পাচারের মতো মাদকসংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা হিসেবে দেখছে সংশ্লিষ্ট মহল।

অঙ্গন

লীগ ফুটবল : এগিয়ে চল-কে রুখে পয়েন্টের ভাগ পেলো টাউন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ”শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে”র পঞ্চম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র-তে শেষ হলো। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের এই ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ও টাউন ক্লাবকোনো দলই বিপক্ষের গোলমুখ খুলতে পারেনি। তবে মাঠের উত্তাপ সামলাতে রেফারি আদিত্য দেববর্মাকে বেশ কয়েকবার পকেট থেকে কার্ড বের করতে হয়। ম্যাচের ২৮ মিনিটে এগিয়ে চলো সংঘের শান্তাজয় রিয়াং এবং ৩২ মিনিটে এন মমোচা সিংকে হলুদ কার্ড দেখেন। অন্যদিকে, টাউন ক্লাবের সুজল লামা ৮০ মিনিটে এবং বিলাশ দেববর্মা ৮৪ মিনিটে সতর্কতামূলক হলুদ কার্ড পান। শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষই কাঙ্ক্ষিত গোলের সন্ধান না পাওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় দুই দলকে।উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে প্রথম থেকেই জমে উঠেছে গোল আর জয়ের লড়াই। প্রথম ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৪-১ গোলের ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিল টাউন ক্লাবকে। তার পরদিনই দ্বিতীয় ম্যাচে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে এগিয়ে চলো সংঘ। গত রবিবার ফরোয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের মধ্যকার রোমাঞ্চকর তৃতীয় ম্যাচটি ৩-৩ গোলে অমিমাংসিত থাকে। আর সোমবার চতুর্থ ম্যাচে নাইন বুলেটস ১-০ গোলের কষ্টার্জিত জয় ছিনিয়ে নেয় রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে। লিগের পঞ্চম ম্যাচটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় পয়েন্ট টেবিলেও তৈরি হয়েছে টানটান উত্তেজনা।

অঘটনে শুরু ! ইউএস ওপেনে প্রথম রাউন্ডেই চোখের জলে বিদায় জোকারের, ২০ বছরে প্রথম, হারালেন অখ্যাত নাভোনে

ইউএস ওপেনেই কি শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম হয়ে থাকল নোভাক জোকোভিচের? ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন। তা-ও আবার অনামী মারিয়ানো নাভোনের কাছে। লিয়োনেল মেসির দেশের অবাছাই খেলোয়াড়ের কাছে সাড়ে চার ঘণ্টার লড়াইয়ে (৬-৭, ৭-৫, ৬-৪, ২-৬, ১-৬) হারলেন ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। হারের পর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি জোকোভিচ। কোর্টেই কেঁদে ফেলেন তিনি।

২০ বছর পর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিলেন জোকোভিচ। ৮২ বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলতে নেমেছেন তিনি। ৮০ বার প্রথম রাউন্ড টপকেছেন। শেষ বার ২০০৬ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম রাউন্ডে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বার এই ঘটনা ঘটল। বয়সের পাশাপাশি আমেরিকার গরমও সমস্যায় ফেলল জোকারকে। গোটা ম্যাচে বার বার বমি করেন তিনি। পঞ্চম সেটের আগে মেডিক্যাল বিরতিও নেন জোকোভিচ। কিন্তু তাতেও সুরাহা হল না। শেষ দুই সেটে নাভোনের সামনে দাঁড়াতে পারেননি জোকোভিচ।

জোকোভিচের প্রধান শক্তি ছিল তাঁর ফিটনেস। খেলা যত লম্বা হত, প্রতিপক্ষকে ফিটনেসে মাত দিতেন তিনি। কোথায় সেই ফিটনেস? বোঝা যাচ্ছে, বয়স থাবা বসিয়েছে। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে শেষ দুই সেট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারলেন জোকোভিচ। শেষ কবে এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে, মনে করতে পারছেন না কেউ। শেষ সেটে নাভোনে যখন ৪-১ এগিয়ে তখনই কেঁদে ফেলেন জোকোভিচ। চোখের সামনে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, আরও একটি বছর হতাশা দিয়ে শেষ হল। আগামী মরসুমে কি আর দেখা যাবে জোকোভিচকে? নাকি রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল, অ্যান্ডি মারের পর ফ্যাব ফোর-এর শেষ তারকাও এবার অবসর নেবেন? গোটা ম্যাচে ৭০টি আনফোর্সড এরর করেন জোকোভিচ। ছ'বার তাঁর সার্ভিস ভাঙেন নাভোনে। শেষ কবে জোকোভিচকে এত খারাপ খেলতে দেখা গিয়েছে, তা-ও মনে করা যাচ্ছে না। বার বার ওষুধ খাচ্ছিলেন। চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারছিলেন না। প্রথম রাউন্ডেই যদি এই অবস্থা হয়, এর পর কী ভাবে গ্র্যান্ড স্ল্যামের ধকল সামলাবেন তিনি? আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামের ছাদ বন্ধ থাকায় বার বার চেয়ার আম্পায়ারের কাছে এসি চালানোর অনুরোধ করেছিলেন জোকোভিচ। বোঝা যাচ্ছিল, খেলতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে তাঁর।গ্যালারিতে জোকোভিচের স্ত্রী জেলেনা বসেছিলেন। তাঁর চোখেমুখে উদ্বেগ ধরা পড়ছিল। তার মধ্যেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট জিতে পরিচিত ভঙ্গিতে উল্লাস করেন জোকোভিচ। কিন্তু নাভোনে বুঝতে পারছিলেন, জোকোভিচের দম ফুরিয়ে আসছে। তাই অপেক্ষা করেন তিনি। এই বছরই নিজের প্রথম এটিপি সিঙ্গলস জিতেছেন ২৫ বছরের নাভোনে। তবে কেরিয়ারের সেরা জয় এই ম্যাচে পেলেন তিনি। চার বারের ইউএস ওপেনজয়ী তারকাকে প্রথম রাউন্ডেই বাড়ি ফেরালেন নাভোনে।

হকি বিশ্বকাপে পঞ্চম স্থানে শেষ করল ভারত, নবনীতের জোড়া গোলে ৫২ বছর পর এত ভাল ফল মহিলা দলের

হকি বিশ্বকাপে বৃহস্পতিবার জার্মানিকে ৩-১ গোলে হারাল ভারত। র্যাঙ্কিংয়ের উপরের দিকে থাকা জার্মান দলকে হারিয়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করল তারা। ৫২ বছর পর হকি বিশ্বকাপে এত ভাল ফল হল তাদের। জোড়া গোল করে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন নবনীত কৌর। অপর গোলটি করেছেন ইশিকা। জার্মানির একমাত্র গোল লিন ক্রিংসের।

১৯৭৪-এ অজিন্দর কৌরের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বকাপে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল ভারত। তার পর থেকে কখনও এত দূর পৌঁছতে পারেনি তারা। দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারলে সেমিফাইনালে খেলতে পারত। সেই স্বপ্ন অধরা থাকলেও অন্তিম ম্যাচে হতাশ করলেন না সালিমা টেটেরা।

এই দলে ১১ জন প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিলেন। গোটা প্রতিযোগিতায় মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছে ভারত। সেটি অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী এবং আয়োজক নেদারল্যান্ডসের কাছে। এই ফলাফল পরের মাসে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান গেমসের আগে উদ্বুদ্ধ করবে গোটা দলকে। প্রথম ম্যাচে অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী চিনের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করেছিল ভারত। পরে সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়েছিল ৬-১ গোলে। এর পর ইংল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করে। এই জার্মানির কাছেই প্রস্তুতি ম্যাচে দু'বার হেরেছিল ভারত।

এ দিন ভারত শেষ ১৭ মিনিটে তিনটি গোল করেছে। পাশাপাশি রক্ষণও ছিল জমাট। যে কারণে জার্মানি ছ'টি পেনাল্টি কর্নার পেলেও মাত্র একটি ছাড়া বাকিগুলি কাজে লাগাতে পারেনি। ৪৩ মিনিটে প্রথম গোল করে ভারত। নেহার থেকে বল পেয়ে ইশিকা ডি বক্সে ঢুকে পড়ে রিভার্স হিটে গোল করেন।

পরের মিনিটে পেনাল্টি কর্নায় পায় ভারত। প্রথম প্রয়াসে গোল না পেলেও দ্বিতীয় প্রয়াসে গোল করেন নবনীত। এর পর গায়ের কাছে একাধিক জার্মান ডিফেন্ডার থাকা সত্ত্বেও তাঁদের এড়িয়ে আবার গোল করেন নবনীত।

দু'বছর পর ভারতের টেস্ট দলে সরফরাজ ! পরিবর্ত হিসাবে জায়গা পেয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া 'বিদ্রোহী' ক্রিকেটারের

আরও একবার ভারতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ এসেছে সরফরাজ খানের সামনে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি সাই সুদর্শন। তিনি বাদ পড়েছেন। তাঁর বদলে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন সরফরাজ। দলে সুযোগ পেয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া দিলেন সরফরাজ।মুখে কিছু বলেননি সরফরাজ। সমাজমাধ্যমে নিজের দু'টি ছবি দিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটারেরা যে জার্সি পরে এক শহর থেকে আর এক শহর বা এক দেশ থেকে আর এক দেশে যান, সেই জার্সি পরে রয়েছেন সরফরাজ। একটি ছবিতে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বাবা নওশাদও। সরফরাজের মুখে হাসি। দেখে বোঝা যাচ্ছে, আরও একবার সুযোগ পেয়ে কতটা খুশি তিনি।

রবিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দেয়, সুদর্শনের পরিবর্ত হিসাবে সরফরাজকে নেওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, "শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন সুদর্শন। তিনি আপাতত বেঙ্গালুরুর উৎকর্ষ কেন্দ্রে রয়েছেন। সেখানে তাঁর ডান পায়ের গোড়ালির চোট পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল দল তাঁর দিকে নজর রাখছে।" সেই বিজ্ঞপ্তিতে আরও লেখা হয়েছে, "পুরুষদের নির্বাচক কমিটি সুদর্শনের পরিবর্ত হিসাবে সরফরাজের নাম ঘোষণা করেছে। ১৫ অগস্ট থেকে গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। গল যাওয়ার আগে কলম্বোয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সরফরাজ।"প্রায় দু'বছর ধরে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সফল ব্যাটার। ৬২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার পর সরফরাজের ব্যাটিং গড় ৬৪.৭৩। অথচ এখনও পর্যন্ত মাত্র ছ'টি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ২০২৪-২৫ মরসুমে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর আর জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। শেষ দু'টেস্টের চার ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। করেছিলেন যথাক্রমে ১১, ৯, ০ এবং ১। তার পর আর ভারতের প্রথম একাদশে সুযোগ হয়নি। ভারতের টেস্ট দলে থাকলেও একটি ম্যাচও খেলানো হয়নি। এ বার শ্রীলঙ্কা সফরের দলে শুরুতে জায়গা হয়নি তাঁর।

পারফর্ম করেও দলে সুযোগ না পাওয়ার হতাশা গোপন করেননি মুম্বইয়ের ব্যাটার। সমাজমাধ্যমে ২০১৯ সালের তেলুগু সিনেমা 'জার্সি'র একটি ছবি পোস্ট করে সরফরাজ লিখেছিলেন, "আমি হয়তো উপযুক্ত নই, কিন্তু আমি নিজের সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করব।" ২৮ বছরের ব্যাটার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অজিত আগরকর, গৌতম গম্ভীরেরা তাঁকে দলে না রাখলেও লড়াই চালিয়ে যাবেন। নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যাবেন। হয়তো এ ভাবেই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচকদের। তার পরেই তাঁকে নিলেন নির্বাচকেরা।

গত বছর নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১৫০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সরফরাজ। পরের দু'টি টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলানো হয়নি তাঁকে। তার পর ভারতীয় দলেই আর জায়গা হয়নি। অথচ যাঁদের নিয়মিত টেস্টের প্রথম একাদশে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তাঁরাও জেতাতে পারছেন না। ১-৪ ব্যবধানে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি হারার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেও ০-২ ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। এখন দেখার দলে ঢুকলেও সরফরাজ প্রথম একাদশে জায়গা পান কি না।

দু'বার এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া ভারতের

ছেলেরা জিতে হকি বিশ্বকাপ শুরু করলেও মেয়েরা পারলেন না। রবিবার প্রথম ম্যাচে চিনের কাছে আটকে গেলেন তাঁরা। ম্যাচ শেষ হল ২-২ স্কোরে। দু'বার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারলেন না ভারতের মেয়েরা। তবে চিন যে ভাবে চাপে রেখেছিল ভারতকে, তাতে এক পয়েন্টই অনেক।ভারতের শুরুটা ভাল হয়েছিল। পঞ্চম মিনিটে বিপক্ষের বৃত্তে ঢুকে পেনাল্টি কর্নার আদায় করেন লালরেমসিয়ামি। নবনীত কৌরের প্রয়াস আটকে যায়। তিন মিনিট পরেই গোল করেন তিনি। নেহার পাস পেয়েছিলেন তিনি। প্রথম প্রয়াসেই গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন।চিন সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচে ফিরে আসে এবং গোল শোধ করে প্রথম কোয়ার্টারেই। বিপক্ষের খেলোয়াড়কে বক্সে ফেলে দেন ভারতের শিল্পী দাবাস। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করেন ঝাং ইং।দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আবার নাগাড়ে আক্রমণ শুরু করে ভারত। ২১ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় তারা। তবে এ বারও নবনীতের প্রয়াস আটকে যায়। ফিরতি বলে লালরেমসিয়ামিও গোল করতে পারেননি।ভারত চাপ বজায় রেখেই ২৬ মিনিটে গোল করে। ডান প্রান্ত থেকে বৃত্তের ভিতরে ঢুকে পড়েন দীপিকা। তিনি পেনাল্টি কর্নার আদায় করেন। এর পর নিজেই সেটি নিতে যান। তাঁর কর্নার চিনের এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে গোলে ঢোকে। এর পরেও নেহা এবং লালরেমসিয়ামি সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি।বিরতির পর চিন অনেক বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠে। বার বার ভারতকে চাপে ফেলতে থাকে। ৩২ মিনিটে বলজিৎ একটি দারুণ সেভ করেন। ভারতের গোলকিপার সবিতাও বাঁচিয়ে দেন কয়েকটি আক্রমণ। চিন সমতা ফেরায় ৩৯ মিনিটে। সবিতা কাছ থেকে একটি শট বাঁচানোর পর চিন পেনাল্টি কর্নার পায়। সেখান থেকে ২-২ করেন মা নিং।

উদয়পুরে স্কুল ক্রীড়া শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং গোমতী জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় উদয়পুরের গোমতী জেলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে শুরু হলো তিন দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭। ১লা থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার অনূর্ধ-১৭ বালক ও বালিকা হ্যান্ডবল বিভাগে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। তিনি ছাত্রছাত্রীদের জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব ও শারীরিক-মানসিক বিকাশে এর ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি আরো বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ছাত্র-ত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খেলোয়াড়রা আগামী দিনেজাতীয় স্তরে ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করবে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।উদ্বোধনী পর্ব শেষে দক্ষিণ ত্রিপুরা ও সিপাহীজলা জেলার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা।

সংবিধান সংশোধনীর লক্ষ্যে টিএফএ-র বিশেষ সাধারণ সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য ফুটবলের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও সুসংগঠিত ও যুগোপযোগী করে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)। সংগঠনের খসড়া সংশোধিত সংবিধান অনুমোদনের লক্ষ্যে আগামী ২ অক্টোবর এক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে সকাল ১১:৩০ মিনিটে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সভার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন।সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ও আহ্বান: ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংগঠনের সকল সম্মানিত সদস্য ও আজীবন সদস্যদের এই সভায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নরসিংগড় স্কুলে ইন্টার হাউস ফুটবল সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে আয়োজিত আন্তঃহাউস ফুটবল প্রতিযোগিতা গত ৩১ আগস্ট শুরু হয়ে মঙ্গলবার এক উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচের মাধ্যমে শেষ হয়। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের পাঁচটি হাউস অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ছাত্ররা তাদের ক্রীড়াশৈলী,দলগত সংহতি, শৃঙ্খলা ও ক্রীড়াসুলভ মনোভাবের উজ্জ্বল পরিচয় দেয়।উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালের পর গ্রীন হাউজ চ্যাম্পিয়ন এবং ব্রাউন হাউস প্রথম রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুচিত্রা সরকার প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রতিযোগিতার সফল আয়োজনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেট শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সারা রাজ্যের ১৬টি মহকুমা দল নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন চারটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী দিনে শান্তির বাজারের বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে বিলোনিয়া বনাম শান্তির বাজার, বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে আমবাসা বনাম লংতরাইভ্যালি, মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সদর বনাম সোনামুড়া এবং উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে ধর্মনগর ও বিশালগড় দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৫০ ওভারের এই ম্যাচগুলি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। টুর্নামেন্টের দলগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে ”এ” গ্রুপে বিলোনিয়া, সাব্রুম, শান্তির বাজার ও উদয়পুর; ”বি” গ্রুপে আমবাসা, কমলপুর, লংতরাই ভ্যালি ও খোয়াই; ”সি” গ্রুপে সদর, জিরানিয়া, সোনামুরা ও তেলিয়ামুড়া এবং ”ডি” গ্রুপে ধর্মনগর, কৈলাশহর, বিশালগড় ও মোহনপুর স্থান পেয়েছে। গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষে প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দুটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হবে। পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১২ সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার ফাইনাল, ১৪ সেপ্টেম্বর সেমিফাইনাল এবং ১৬ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নকআউট পর্বের প্রতিটি ম্যাচের পরদিনগুলিকে রিজার্ভ ডে হিসেবে রাখা হয়েছে, যাতে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ব্যাহত হলেও তা সহজেই পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেটে ঋজুর নেতৃত্বে সদর মহকুমা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া সিনিয়র মহিলা রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সদর মহকুমা দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ)। টিসিএ-র সম্পাদক সুব্রত দে এক বিবৃতিতে জানান, ১৬টি মহকুমা দলের এই প্রতিযোগিতায় সদর দলকে নেতৃত্ব দেবেন ঋজু সাহা এবং সহ-অধিনায়কের (ডেপুটি) দায়িত্ব পালন করবেন মৌচৈতি দেবনাথ। দলের অন্য খেলোয়াড়রা হলেন মৌটুসী দে, অস্মিতা দেবনাথ, তুনাই সরকার, তানিশা দাস, নিকিতা দেবনাথ, অন্নপূর্ণা দাস, সুলক্ষণা রায়, প্রিয়াঙ্কা আচার্য্য, অন্বেষা দাস, নিকিতা সরকার, প্রিয়াঙ্কা সাহা ও লক্ষ্মী কুমারী। এ ছাড়া দলের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন দেবব্রত চৌধুরী ও সন্দীপ ব্যানার্জি। নির্বাচিত সকল খেলোয়াড়কে আগামীকাল বুধবার বেলা তিনটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামছে সদর দল। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সোনামুরা মহকুমা দলের মুখোমুখি হবে সদর। শক্তপোক্ত দল গঠন করে মাঠে নামা সদর শিবির টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই নিজেদের সেরাটা দিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখতে প্রস্তুত।

'ক্রিকেটীয় বোধের ধারপাশ দিয়ে যায়নি', উইকেট ছুড়ে দেওয়ায় পন্থকে তুলোধোনায় প্রাক্তন ক্রিকেটার

ক্রিজে ঋষভ পন্থ মানেই আগ্রাসী ক্রিকেট। ঝুঁকি নিয়ে শট খেলা তাঁর স্বভাব। বহুবার সেই আগ্রাসনে কখনও উপকারও পেয়েছে ভারত। আবার দলের কঠিন সময়ে অযথা ঝুঁকি নিয়ে উইকেট ছুড়ে দিয়ে বিপদও বাড়িয়েছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সমালোচনা সত্ত্বেও নিজের স্বভাব বদলাননি ঋষভ পন্থ।

গলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও তার ব্যতিক্রম হল না। সেই সময় উইকেটে জমে গিয়েছিলেন পন্থ। কিন্তু আচমকাই বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হলেন। ৬২ বলে ৩৯ রান করে ফিরলেন তিনি। ইনিংসের ৮১তম ওভারে পন্থের ব্যাটের কানায় লেগে বল উঠে যায় মিড-অফে। ক্যাচ নেন শ্রীলঙ্কার ফিল্ডার। পরে ধ্রুব জুরেল হাফসেঞ্চুরি করে ভারতকে কিছুটা স্বস্তি দেন। পন্থের শট নির্বাচন নিয়েই এবার প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ। যে ওভারে পন্থ আউট হন, সেই ওভারেই শ্রীলঙ্কা নতুন বল নিয়েছিল।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে কাইফ বলেন, "ঋষভ পন্থ যেভাবে আউট হয়েছেন, তা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। ও তো ওভাবেই খেলে। তবে আমার অভিযোগ ওর সাধারণ জ্ঞান নিয়ে। নতুন বলে ওটা ছিল প্রথম ওভার। ওই ওভারেই ও তিন বার ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়েছিল। সাধারণ বোধজ্ঞান বলে কাট শট খেলো। পাঁচ-ছয় ওভার নতুন বলটা দেখে নাও। এটাই তো টেস্ট ম্যাচের ঐতিহ্য।" কাইফের মতে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্রিকেটীয় বোধ কাজে লাগানো উচিত ছিল পন্থের। এমনকী কোনও ব্যাটার দেড়শো রান করে ফেললেও নতুন বল এলে কয়েকটি বল দেখে নেওয়াই উচিত। সেখানেই পন্থ ভুল করেছেন বলে মনে করছেন তিনি। কাইফ আরও বলেন, "সেই ওভারে প্রথম বলেই ও যেভাবে বাইরে বেরিয়েছিল, আমি দেখে অবাক হয়েছিলাম। প্রত্যেককেই একটু হিসাব কষতে হয়। এমনকী, কোনও ব্যাটার দেড়শো করে ফেললেও নতুন বল নেওয়া হলে কয়েকটা বল দেখে খেলে। সেখানেই আমি ওর কিছু নম্বর কেটে নিচ্ছি। ও যুক্তি আর ক্রিকেটীয় বোধের ধারপাশ দিয়ে যায়নি।"

টেস্ট ক্রিকেটে পরিস্থিতি বুঝে ঝুঁকি নেওয়ার গুরুত্বও কম নয়। গলে সেই জায়গাতেই পন্থের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠল। নতুন বলের চ্যালেঞ্জ সামলে আরও কিছুটা সময় ক্রিজে কাটাতে পারলে ভারতের ইনিংস হয়তো আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াত।একের পর এক ভারতীয় ক্রিকেটার চোট পাওয়ার পর উৎকর্ষ কেন্দ্রের দিকে আঙুল উঠেছে। ভারতের নির্বাচকেরাও ঘুরিয়ে উৎকর্ষ কেন্দ্রের চিকিৎসকদের দিকে আঙুল তুলেছেন। তবে সুনীল গাওস্কর তেমন মনে করছেন না। তাঁর মতে, ভারতীয় দলে অনুশীলনের খারাপ পদ্ধতির জন্যই চোট পাচ্ছেন ক্রিকেটারেরা।

জসপ্রীত বুমরাহ, সাই সুদর্শন, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী-সহ অনেক ক্রিকেটারই চোটের কারণে বাইরে। নির্বাচকেরা মনে করছেন, উৎকর্ষ কেন্দ্রের চিকিৎসকদের গাফিলতির জন্যই চোট পেতে হচ্ছে ক্রিকেটারদের।

তবে এক সংবাদপত্রের কলামে গাওস্কর লিখেছেন, "বুমরাহের হাঁটুতে চোট। কিন্তু বেশির ভাগ ভারতীয় ক্রিকেটারেরই হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাচ্ছে। নিশ্চিত ভাবেই ভারতের অনুশীলনে কোনও গন্ডগোল রয়েছে। তাই জন্যই বার বার বোলারেরা হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাচ্ছে। ওরা ভারতের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট। দুর্ভাগ্যবশত দোষ দেওয়া হয় উৎকর্ষ কেন্দ্রের ফিজিয়োদের ঘাড়ে।"

খেলার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন গাওস্কর। তিনি লিখেছেন, "বায়োমেকানিক্স নিয়ে অনেক কথা হয়। একজন বোলার নাকি নেটে নির্দিষ্ট সংখ্যক বলই করতে পারে। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা দরকার। আইপিএলেও নাকি বিদেশের ফিজিয়োরা একজন বোলারকে নেটে ২০ বলের বেশি করতে দেয়। ম্যাচে তো ২৪টা বল করতেই হয়, যদি না আপনি নো বা ওয়াইড বল করেন। তা হলে অনুশীলনে তার চেয়ে কম বল করলে কী করে হবে?"

গাওস্করের সংযোজন, "কেন বার বার চোট পাচ্ছে, এই বিষয়টা নিয়ে খুব গভীর এবং কঠোর ভাবে ভাবতে হবে। জিমে ফিট হওয়ার থেকে ম্যাচে ফিট হওয়া বেশি দরকার। তবে আমি হয়তো এখনকার প্রজন্মের নই। এখন হয়তো ভাবনাচিন্তা অনেক আলাদা।"

ক্রিকেটে জয়ের স্বাদ সঞ্জীব গোয়েনার !

ফুটবলে তাঁকে অনেক ট্রফি এনে দিয়েছে তাঁর দল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কিন্তু ক্রিকেটে এত দিন অধরা ছিল ট্রফি। সেই স্বাদ অবশেষে পেলেন সঞ্জীব গোয়েনা। আইপিএলে এখনও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তাঁর দল লখনউ সুপার জায়ান্টস। কিন্তু ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতায় প্রথম বার খেলতে নেমেই ট্রফি জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়ান্টসের পুরুষদের দল।

ফাইনালে ট্রেন্ট রকেটসের বিরুদ্ধে খেলা ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের। প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করে ট্রেন্ট। বল হাতে নজর কাড়েন ম্যাঞ্চেস্টারের আফগান স্পিনার নুর আহমেদ। ২০ বলে ৩৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি।জবাবে দু'বল বাকি থাকতে জয়ের রান তুলে নেয় ম্যাঞ্চেস্টার। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলা টিম সেইফার্ট ওপেন করতে নেমে ৩৮ বলে ৭২ রান করেন। তাঁর ব্যাটেই চ্যাম্পিয়ন হয় ম্যাঞ্চেস্টার। ট্রফি তোলেন অধিনায়ক জস বাটলার। যদিও ম্যাঞ্চেস্টারের মহিলাদের দল এ বার ভাল শুরু করেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। সেই দলে খেলেন ভারতের স্মৃতি মন্ধানা ও রিচা ঘোষ।দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় উচ্ছ্বসিত মালিক। সমাজমাধ্যমে দলের ট্রফি তোলার ছবি দিয়ে গোয়েনা লেখেন, "প্রথম বার খেলতে নেমেই চ্যাম্পিয়ন। লর্ডসে কী দুর্দান্ত একটা রাত। সুপার জায়ান্টস পরিবারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দলগত খেলা খেলেছি।" কয়েক জনকে আলাদা করে কৃতিত্ব দিয়েছেন গোয়েনা। তিনি লেখেন, "নুর দুর্দান্ত বল করল। টিমের কী অসাধারণ ইনিংস দেখলাম। পুরো মরসুম জুড়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে জস। যে ভাবে গোটা দল একত্রিত হয়ে খেলেছে, তাতে সকলকে শুভেচ্ছা। এটা তোমাদের ট্রফি।"আগে এই দলের নাম ছিল ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালস গত মরসুম শেষ হওয়ার পর দলের মালিকানা কিনে নেন গোয়েনা। নাম বদলে যায় দলের। সেই দলই গোয়েনাকে ক্রিকেটে প্রথম ট্রফির স্বাদ দিল।

দুর্গাপুজোর আগে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক পুর নিগমের, নাগরিক পরিষেবা সচল রাখায় জোর

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদীয়া উৎসবকে সামনে রেখে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে শহরের নাগরিক পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক থাকে এবং সাধারণ মানুষ ও দর্শনার্থীদের কোনও ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে না হয়, সেই বিষয়েই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আগরতলা পুর নিগমের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক এবং পুর প্রতিনিধি ও কাউন্সিলররা।

দুর্গাপুজোর সময় আগরতলা শহরে মানুষের ভিড় ও যানবাহনের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে শহরের পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল সরবরাহ, পথবাতি, নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের মতো নাগরিক পরিষেবাগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে পুজোর আগে থেকেই পরিষেবাগুলি আরও সক্রিয় ও কার্যকর রাখার বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে শহরের বিভিন্ন এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। বিশেষ করে পুজো মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থান এবং যেখানে বড় জমায়েত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়।

পুজোর আগে এবং শারদীয়া উৎসব চলাকালীন শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখা, রাস্তা ও পথবাতির সমস্যা দ্রুত সমাধান এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যান চলাচল ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের সমন্বয় করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নিজ নিজ এলাকায় নাগরিক পরিষেবার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে আধিকারিক ও কাউন্সিলরদের বলা হয়েছে। কোথাও কোনও সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, শারদীয়া উৎসব সকলের। উৎসবের আনন্দে যাতে কোনও নাগরিক সমস্যা বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে পুর নিগম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে।

তিনি বলেন, "মানুষের সুবিধা ও নিরাপত্তাই আমাদের অগ্রাধিকার। শারদীয়া উৎসবের দিনগুলিতে সেই অনুযায়ী নাগরিক পরিষেবা পরিচালনা করা হবে।"

বৈঠকে পুজো প্রস্তুতি ও উৎসবকালীন নাগরিক পরিষেবা পরিচালনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়। আধিকারিক, কর্মী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করে পুজোর সময় আগরতলাকে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও নাগরিকবান্ধব রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সংবাদপত্র পুড়িয়ে দেওয়ার নিন্দা আগরতলা প্রেস ক্লাবের

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: আগরতলার কৃষ্ণনগরের সুপারিবাগান এলাকায় হকারদের কাছ থেকে সংবাদপত্র ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একদল দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, একদল দুষ্কৃতকারী ডেইলি দেশের কথা পত্রিকার ছয়জন হকারের কাছ থেকে সংবাদপত্র ছিনিয়ে নিয়ে তা পুড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি হকারদের প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ডেইলি দেশের কথার সম্পাদক সমীর পাল পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়েছে, শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতকারীরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারের ওপর এই ধরনের 'বর্বরোচিত' আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্যের সমস্ত সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব।

বিধানসভায় নিয়ম শৃঙ্খলা মানতেই হবে ঃ সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: বিধানসভায় বিরোধী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে বহিষ্কারের ঘটনায় অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। আজ বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বিধানসভার অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংসদীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলা জরুরি।

রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্ত এবং বিধানসভার প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনকে সকলের সম্মান করা উচিত। সোমবার অধিবেশন চলাকালীন উত্তপ্ত পরিস্থিতির পর সুদীপ রায় বর্মনকে বিধানসভা কক্ষ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেই প্রসঙ্গেই বিজেপির এই শীর্ষ নেতা স্পিকারের পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করেন। এদিন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বিভিন্ন জনসভায় দেওয়া বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন রাজীব ভট্টাচার্য। তাঁদের কিছু মন্তব্যকে তিনি 'রুচিহীন' ও রাজনৈতিকভাবে শালীনতার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। তবে সেই মতপার্থক্য যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ বা রাজনৈতিক পরিবেশের অবনতি ঘটানোর কারণ না হয়, সেদিকে সকলের নজর রাখা প্রয়োজন। এদিকে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমঝোতা নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তা-ও এদিন স্পষ্টভাবে খারিজ করে দেন রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি জানান, তিপ্রা মথার সঙ্গে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আলোচনা হয়নি। ফলে দুই দলের মধ্যে সমঝোতা বা বৈঠক নিয়ে যে খবর বা জল্পনা ছড়িয়েছে, তার কোনও ভিত্তি বর্তমানে নেই বলেই দাবি করেন তিনি। রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিধানসভায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি বিজেপি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে। সাম্প্রতিক বিধানসভা অধিবেশনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা ও পারস্পরিক চাপানউতোরের আবহে মঙ্গলবারের এই সাংবাদিক সম্মেলন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। স্পিকারের সিদ্ধান্ত, বিরোধী নেতাদের বক্তব্য এবং তিপ্রা মথার সঙ্গে বিজেপির সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমীকরণ, এই তিনটি বিষয়েই দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন রাজীব ভট্টাচার্য।

ভিসি নির্বাচনে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধীন ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আজ কুমারঘাট মহকুমার পেঁচারথল ও কুমারঘাট ব্লকে দু"টি সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় সভাগুলিতে বিজেপি, সিপিআই(এম), ফরোয়ার্ড ব্লক, আইএনসি এবং তিপরা মথা দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। কুমারঘাট ব্লকের বিডিও তথা আর ও সুশান্ত দত্তের কক্ষে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডেভিড দেববর্মা, কুমারঘাট ও ফটিকরায় থানার ওসি-গণ, পঞ্চায়েত আধিকারিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিকে, পেঁচারথল ব্লকের বিপিআরসি হলে সর্বদলীয় বৈঠকে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিডিও তথা আর ও নবারুণ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডেভিড দেববর্মা, পাঁচ জন এআরও এবং পেঁচারথল থানার ওসি। দু"টি বৈঠকেই আসন্ন ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া, প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়, নির্বাচনে সভা, মিছিল, জমায়েত ইত্যাদি সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নিয়মাবলি সর্বোপরি সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কুমারঘাট ব্লকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আসন সংখ্যা রয়েছে ৬৭টি এবং পেঁচারথল ব্লকে আসন সংখ্যা রয়েছে ১৩৬টি।

অধ্যাপক মিত্তলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনের প্রক্রিয়ায় হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: অধ্যাপক ড. নচিকেতা মিত্তলের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন-এর শুরু করা কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। কমিশনের ১৪ আগস্ট, ২০২৬-এর আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ড. মিত্তল যে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, তার শুনানির পর আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে।

মামলাটি প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিতের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। আবেদনে ড. মিত্তল কমিশনের শুরু করা কার্যক্রমের পাশাপাশি ১৪ আগস্টের আদেশের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ওই আদেশে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মামলাটি শুনে ডিভিশন বেঞ্চ ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনকে নোটিশ জারি করে। একইসঙ্গে কমিশনের সামনে চলমান সমস্ত কার্যক্রম এবং ১৪ আগস্টের আদেশের ভিত্তিতে গৃহীত বা গ্রহণযোগ্য যাবতীয় পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরায় ড. মিত্তলের দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে তদন্ত শাখার রিপোর্ট, সাক্ষীদের বক্তব্য এবং অন্যান্য নথিপত্রের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে অভিযোগগুলির বিষয়ে মতামত তৈরি করা হয়। কমিশনের কয়েকটি নির্দেশের মধ্যে আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মিত্তলের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশও ছিল।

কমিশনের রিপোর্টে ড. মিত্তলের বিরুদ্ধে অনুপযুক্ত আচরণ এবং যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগের উল্লেখ করা হয়। তাঁর ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরায় দায়িত্ব পালনের সময়কার পরিবেশকে কমিশন 'দুর্ভাগ্যজনক, অবাঞ্ছিত ও অন্যায্য' বলে উল্লেখ করেছিল। হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে ১৪ আগস্টের কমিশন-এর আদেশ কার্যকর করা এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত থাকছে। রিট পিটিশনের পরবর্তী শুনানি ও আদালতের সিদ্ধান্তের ওপরই এখন পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে। ড. নচিকেতা মিত্তলের পক্ষে আইনজীবী শঙ্কর লোধ সওয়াল করেন। শুনানির সময় কমিশনের বা অন্যান্য প্রতিপক্ষের হয়ে কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না।

আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের দাবিদাওয়া নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক, দ্রুত সমাধানের আশ্বাস

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে বৈঠক করল তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার মহাকরণে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সচিব, উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট বড়মুড়ার খাতায়কতর এলাকায় বিভিন্ন দাবিদাওয়া সামনে রেখে পথ অবরোধে বসেছিলেন এনএলএফটি ও এটিটিএফ -এর আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের একটি দল। ককলা জয় ত্রিপুরার নেতৃত্বে ওই আন্দোলন হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁদের দাবিগুলি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচকভাবে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। সেই আশ্বাসের পর মঙ্গলবার ককলা জয় ত্রিপুরার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি মহাকরণে মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসে। বৈঠকে আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের বিভিন্ন দাবি, তাঁদের বর্তমান সমস্যা এবং সেগুলির সমাধানের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে ককলা জয় ত্রিপুরা জানান, মন্ত্রী তাঁদের দাবিগুলি ইতিবাচকভাবে শুনেছেন। সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের বিষয়ে মন্ত্রীর পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই দাবিগুলির সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অন্যদিকে, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের দাবিগুলি সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। তাঁদের বেশ কিছু বিষয় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সমাধানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বাকি দাবিগুলিও পূরণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। আগামী দিনেও তাঁদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি। এদিনের বৈঠকের মধ্য দিয়ে আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ আরও স্পষ্ট হল। এখন সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জলের দাবিতে বালতি হাতে মহিলাদের সড়ক অবরোধ

বিশালগড়, ১ সেপ্টেম্বর: পানীয় জলের তীব্র সংকটে অতিষ্ঠ হয়ে এবার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানালেন ধজনগর এলাকার মহিলারা। বালতি হাতে নিয়ে সড়ক অবরোধ করে পানীয় জলের দ্রুত ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা।বিশালগড় বিধানসভার বাইদাদ্দিঘী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ধজনগর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, নিয়মিত পানীয় জল না পাওয়ায় প্রতিদিনের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে মহিলাদের দূর দূরান্ত থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে।এদিন সমস্যার সমাধানের দাবিতে ক্ষুব্ধ মহিলারা হাতে বালতি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। এরপর সড়ক অবরোধ করে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাঁরা।

অবরোধের ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে।স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যার কথা জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হয়েছে তাঁদের। দ্রুত এলাকায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় মাস ধরে পুষ্টির টাকা বকেয়া, নয়াপাড়া ১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিষেবা নিয়ে অনিশ্চয়তা

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ নিয়ে নয়াপাড়া ১ নম্বর আইসিডিএস অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সমস্যার অভিযোগ উঠেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি, গত চার থেকে ছয় মাস ধরে পুষ্টিকর খাবারের বরাদ্দের টাকা না পাওয়ায় কেন্দ্রের পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

কর্মীদের অভিযোগ, বরাদ্দের টাকা না পাওয়া সত্ত্বেও এতদিন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং স্থানীয় দোকান থেকে বাকিতে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে শিশুদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে টাকা বকেয়া থাকায় বর্তমানে স্থানীয় দোকানদাররাও আর বাকিতে খাদ্যসামগ্রী দিতে চাইছেন না। ফলে শিশুদের পাশাপাশি গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য নির্ধারিত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি, শুধু অর্থের সংকটই নয়, বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা রয়েছে। বহু কেন্দ্রে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, শৌচাগার এবং রান্নার ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ। কোথাও আবার ভাঙা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের নিয়ে কেন্দ্র পরিচালনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কর্মীদের।

কর্মীদের প্রশ্ন, শিশু ও মোদের পুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় মাসের পর মাস অর্থ বকেয়া থাকবে কেন? তাঁদের দাবি, দ্রুত বকেয়া অর্থ মিটিয়ে পুষ্টিকর খাবারের সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ন্যূনতম পরিকাঠামো নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি। ফলে বরাদ্দের টাকা কেন আটকে রয়েছে এবং কবে পরিস্থিতির সমাধান হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য, অতিরিক্ত দাম ও এমআরপি অনিয়ম রুখতে কল্যাণপুরে বিশেষ বাজার অভিযান

কল্যাণপুর, ১ সেপ্টেম্বর: ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষা, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং বাজারে ব্যবসায়িক অনিয়ম রুখতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কল্যাণপুর বাজারে বিশেষ বাজার অভিযান পরিচালনা করা হয়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিক্রয় প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা এবং ফুড ইন্সপেক্টর রিপন দেববর্মা। প্রশাসনের এই বিশেষ অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল বাজারে বিক্রি হওয়া খাদ্যপণ্যের নিরাপত্তা ও গুণমান যাচাই করার পাশাপাশি ভোক্তারা যাতে কোনওভাবেই প্রতারিত না হন, তা নিশ্চিত করা।

অভিযানের সময় বাজারের বিভিন্ন দোকানে থাকা খাদ্যসামগ্রী ও প্যাকেটজাত পণ্যের উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, পণ্যের নির্ধারিত মূল্য বা এমআরপি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিশেষ করে কোনও দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ বা অনিরাপদ খাদ্যপণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না এবং নির্ধারিত এমআরপির চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে কি না, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করাই এই ধরনের অভিযানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক সময় অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বিক্রি কিংবা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রির অভিযোগ ওঠে। এ ধরনের অনিয়ম রুখতেই বাজারগুলিতে নিয়মিত নজরদারি ও পরিদর্শনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অভিযান চলাকালীন ব্যবসায়ীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়েও সচেতন করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে কোনও ধরনের আপস বরদাস্ত করা হবে না। খাদ্যপণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম, মূল্য এবং নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। প্রশাসনের এই বাজার অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারাও। তাঁদের মতে, বাজারে নিয়মিত এই ধরনের পরিদর্শন হলে অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেমন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদ ও জুয়া বন্ধের দাবিতে বিশ্রামগঞ্জ থানায় মহিলাদের ডেপুটেশন

বিশ্রামগঞ্জ, ১ সেপ্টেম্বর: এলাকায় মদ ও জুয়ার আসর বন্ধের দাবিতে বিশ্রামগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দিলেন চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মহিলারা। বৃহস্পতিবার গ্রামের একাধিক মহিলা একত্রিত হয়ে থানায় গিয়ে তাঁদের অভিযোগ জানান এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলেন।

ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। মহিলাদের অভিযোগ, চেছুড়িমাই দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় সংলগ্ন কয়েকটি দোকানে দীর্ঘদিন ধরে রাত পর্যন্ত মদ ও জুয়ার আসর বসছে। তাঁদের দাবি, গভীর রাত পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ চলার ফলে এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

স্থানীয় মহিলাদের আরও অভিযোগ, এলাকায় মদ ও জুয়ার রমরমা বাড়তে থাকায় যুবসমাজের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন পরিবারে পারিবারিক অশান্তি ও কলহও বাড়ছে বলে দাবি তাঁদের। তাঁদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। তাই এবার সরাসরি বিশ্রামগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দিয়ে মদ ও জুয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় মহিলারা জানান, অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন। এলাকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

রাবার বাগান ধ্বংস ও মারধরের অভিযোগ দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় প্রাণনাশের শঙ্কায় ব্যবসায়ী

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: সীমান্তবর্তী কৈইয়াডেপা এলাকায় দুই দাগি অপরাধীর তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় এক রাবার বাগান মালিক। কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত কৈইয়াডেপা এলাকার বাসিন্দা পবন দাস অভিযোগ করেছেন, এলাকার চিহ্নিত পাচারকারী মিঠুন দাস ও হৃদয় দাস দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ব্যক্তিগত রাবার বাগানের উপর দিয়ে গরু, গাঁজা, ফেনসিডিল এবং বেআইনিভাবে রোহিঙ্গা পাচার করে আসছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মিঠুন ও হৃদয়ের নাম বিএসএফ, স্থানীয় থানা এবং এনআইএ-র খাতায় কুখ্যাত রোহিঙ্গা পাচারকারী হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে।

পবন বাবুর অভিযোগ, নিয়মিত অবৈধ মালামাল ও অনুপ্রবেশকারী চলাচলের ফলে তাঁর বাগানের সীমানা বেড়া এবং অসংখ্য ছোট রাবার গাছ ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে।

সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাজারে ক্ষোভ প্রকাশ করায় অভিযুক্ত দুই দুষ্কৃতী তাঁর ওপর চড়াও হয়। অভিযোগ, মিঠুন ও হৃদয় বাজারে সকলের সামনে পবন দাসকে বেধড়ক মারধর করে এবং পিস্তল উঁচিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ঘটনার পর স্থানাতীয় ব্যবসায়ীরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত মধুপুর প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। পরবর্তীতে পবন দাস মধুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ উঠেছে, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্তে এলেও অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এ নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে গোটা এলাকায়। ভুক্তভোগী পবন দাস আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার কারণে এবং ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমে আসার পর তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রাণহানির প্রবল ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তিনি অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও যথাযথ নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাখিবন্ধন উদযাপন, দারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজ্যে ফিরল ত্রিপুরার চার খুদে পড়ুয়া

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: জীবনে প্রথমবার রাজ্যের বাইরে পা রাখা। আর সেই প্রথম সফরেই দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপনের বিরল সুযোগ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্যে ফিরল ত্রিপুরার চার খুদে পড়ুয়া। তাঁদের এই বিশেষ সফর ঘিরে তৈরি হয়েছে গর্ব ও আনন্দের আবহ।

রাখিবন্ধনের পবিত্র দিনে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার নেতাজি নগর ইংলিশ মিডিয়াম এসবি স্কুলের চার শিক্ষার্থীমেহেরেসিয়া সরকার, প্রতীক সরকার, রিকে দেব এবং অমিত কুমার সরকার। রাষ্ট্রপতির হাতে রাখি পরিয়ে তাঁকে রাখিবন্ধনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায় তারা।

শুধু রাখি পরানোই নয়, এই বিশেষ সাক্ষাতে ত্রিপুরার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিও তুলে ধরে খুদে পড়ুয়ারা। ত্রিপুরার ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের একটি বিশেষ উপহার এবং ঐতিহ্যবাহী রিশা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে তুলে দেয় তারা। পাশাপাশি নিজেদের হাতে তৈরি রাখি এবং শুভেচ্ছা কার্ডও রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেয় চার পড়ুয়া। তাদের সরলতা, সৃজনশীলতা ও ভালোবাসায় রাষ্ট্রপতি ভবনের এই সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে আবেগঘন। দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাখিবন্ধনের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রাষ্ট্রপতি ভবনে তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে গর্বিত খুদে শিক্ষার্থীরা।

ত্রিপুরার দলটির নেতৃত্বে ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি অভিজিৎ সমাজপতি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক বিশ্বজিৎ ভৌমিক ও বিপ্লব দেব।

মঙ্গলবার রাজ্যে ফিরে আগরতলা রেলস্টেশনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে চার পড়ুয়া। তারা জানায়, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সরাসরি দেখা করে রাখি পরানোর অভিজ্ঞতা তাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও স্মরণীয়। জীবনে প্রথমবার রাজ্যের বাইরে গিয়ে এমন একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হতে পেরে তারা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত।

ভালোবাসা, সম্প্রীতি, ঐক্য ও পারস্পরিক বন্ধনের বার্তা বহনকারী রাখিবন্ধনের এই বিশেষ আয়োজন তাই শুধু চার খুদে পড়ুয়ার জীবনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা নয়, ত্রিপুরার জন্যও হয়ে রইল এক গর্বের অধ্যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas